দাদা ভগবান প্ররুপিত

কর্মের সিদ্ধান্ত

Bengali

দাদা ভগবান প্ররুপিত

কর্মের সিদ্ধান্ত

মূল হিন্দি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায়? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন যার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষুদেরও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্‌ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল' ; আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মতে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীরই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রয়ত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনার গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত অসম্পূর্ণতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সম্পাদকীয়

জীবনে এরকম কত অবসর আসে, যখন আমাদের মনকে সমাধান মেলে না যে এমন কেন হলো ? ভূমিকম্পে কত লোক মারা গেল, বদ্রী-কেদারের যাত্রা করতে গিয়ে বরফে চাপা পড়ে, নির্দোষ বাচ্চা জন্ম হয়েই বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, কারো এক্সিডেন্টে মৃত্যু হয়ে যায় ... তাহলে এসব কি করে হল ? ফের এসব কর্মের ফল, এভাবে মেনে নিই। কিন্তু কর্ম কি ? কর্মের ফল কিভাবে ভুগতে হয় ? এর রহস্য বোধগম্য হয় না।

এই লোকেরা কর্ম কাকে বলে ? চাকরি-ব্যবসা, সৎকার্য, ধর্ম, পূজা-পাঠ আদি সারাদিন যাই করে, তাকেই কর্ম বলে। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এসব কর্ম নয়, পরন্তু কর্ম ফল। যা পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবে আসে, সেই সব কর্মফল। আর কর্মের বীজ তো অনেক সূক্ষ্ম। সেসব, অজ্ঞানতাতে 'আমি করেছি', এমন কর্তাভাব থেকে কর্ম চার্জ হয়।

কোন ব্যক্তি ক্রোধ করে কিন্তু ভিতরে অনুশোচনা করে, আর কোন ব্যক্তি ক্রোধ করে ভিতরে আনন্দিত হয় যে আমি ক্রোধ করেছি সেটা ঠিক করেছি, তবেই এরা শুধরাবে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ক্রোধ করা তো পূর্ব কর্মের ফল, কিন্তু আজ পুনঃ কর্মবীজ ভিতরে ফেলে দেয়। ভিতরে খুশি হয় তো খারাপ বীজ ফেলে দেয় আর অনুশোচনা হয় তো নতুন বীজ ভাল পড়ে আর যে ক্রোধ করে, সেটা স্থূল কর্ম, তার ফল-স্বরূপে কেউ তাকে মারবে-পিটবে। সেই কর্মফলের পরিণাম এখানেই পেয়ে যায়। আজ যে ক্রোধ হয়েছে, তা পূর্ব কর্মের ফল এসেছে।

কর্মের 'চার্জিং' কিভাবে হয় ? কর্তাভাব থেকে কর্ম 'চার্জ' হয়। কর্তাভাব কাকে বলে ? করছে অন্য কেউ আর, 'আমি করছি' এমন মানে, সেটাই কর্তাভাব।

কর্তাভাব কেন হয়ে যায় ? অহংকার থেকে। অহংকার কাকে বলা হয় ? যা 'নিজে' নয় তবুও সেখানে 'আমি' মেনে নেয়। 'নিজে' করে না,

তবুও 'আমি করেছি', এমন মেনে নেয়, সেটাই অহংকার। 'স্বয়ং' দেহ স্বরূপ নয়, বাণী স্বরূপ নয়, নাম স্বরূপ নয়, তবুও এই সব 'স্বয়ং'-ই নিজে এমন মেনে নেয়, সেটাই অহংকার। অর্থাৎ অজ্ঞানতা থেকে অহংকার হাজির হয়ে গেছে। আর তা থেকে কর্মবন্ধন নিরন্তর হতে ই থাকে।

জ্ঞাণী পুরুষ মিলে যায় তো অজ্ঞানতা 'ফ্রেকচার' করে দেন আর 'স্বয়ং কে' তার জ্ঞান দেন আর 'এই সব কে করছে', সেই জ্ঞান ও দেন। তার পর অহংকার চলে যায়। নতুন কর্ম চার্জ হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, ফের ডিস্চার্জ কর্মই বাকী থাকে। সেসব সমভাবে *নিকাল* (নিরাকরণ)করার পর মুক্তি হয়ে যায়।

পরম পূজ্য দাদাজীর দ্বারা দুই ঘন্টাতেই জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে যেত।

কর্মের বীজ জীব পূর্বজন্মে রোপণ করে আর আজ এই জন্মে কর্ম ফল ভোগ করতে হয়। তাহলে এখানে কর্মের ফল দাতা কে ? এই রহস্যকে পূজ্য দাদাশ্রী বুঝিয়েছেন যে 'অন্লী সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স্' থেকে এই ফল আসে। ফল ভোগার সময় অজ্ঞানতাতে রাগ-দ্বেষ করে, 'আমি করেছি' এমন মানে, যার জন্য নতুন কর্ম চার্জ হয়। জ্ঞানী পুরুষ নতুন কর্ম চার্জ না হয়, এমন বিজ্ঞান দিয়ে দেন, যার জন্য পূর্ব জন্মের ফল পুরো হয়ে যায় আর নতুন কর্ম চার্জ না হয় তো মুক্তি হয়ে যায়।

এই পুস্তিকাতে, পরম পূজ্য দাদা ভগবান নিজের জ্ঞান দ্বারা অবলোকন করে জগত কে যে কর্মের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ দাদাজীর বাণীতে সঙ্কলিত হয়েছে। এ বহুত সংক্ষিপ্ত রূপে আছে, তবুও পাঠক কর্মের সিদ্ধান্ত বুঝতে পারবেন আর জীবনের প্রত্যেক প্রসঙ্গে সমাধান প্রাপ্ত হবে।

-ডাঃ নীরুবেন অমীন-এর জয় সচ্চিদানন্দ

অনুক্রমণিকা

পৃষ্ঠ ন.

কর্মের সিদ্ধান্ত

রেস্পন্সিবল কে ?

প্রশ্নকর্তা : যখন অন্য শক্তি আমাদের দিয়ে করায় তো সেই কর্ম যা আমরা খারাপ করি, সেই কর্মের বন্ধন আমার কেন হয় ? আমাকে দিয়ে তো করানো হয়েছে।

দাদাশ্রী : কারণ আপনি দায়িত্ব স্বীকার করেন যে 'এ আমি করেছি'। আর আমরা সেই ঝুঁকি না নিই, তো আমাদের কোন দোষ নেই। আপনি তো কর্তা। 'আমি এই করেছি, ওই করেছি, খাবার খেয়েছি, জল খেয়েছি, এই সবের আমিই কর্তা' এমন বলেন না আপনি ? এতে কর্ম বাঁধে। কর্তার আধারে কর্ম বাঁধে। কর্তা 'নিজে' নয়। কোন মানুষ কোন জিনিসে কর্তা হয় না। সে তো শুধু ইগোইজম্ করে যে 'আমি করেছি'। জগত এভাবেই চলে আসছে। 'আমি এই করেছি, আমি ছেলের বিয়ে দিয়েছি' এমন কথা বলতে অসুবিধা নেই। কথা তো বলতে হয়, কিন্তু এরা তো ইগোইজম্ করে।

'আপনি চন্দুভাই', ও ভুল কথা নয়। ও সত্যি কথা। কিন্তু রিলেটিভ সত্য, নট রিয়েল। আর আপনি রিয়েল। রিলেটিভ সাপেক্ষ হয় আর রিয়েল নিরপেক্ষ। আপনি 'স্বয়ং' নিরপেক্ষ আর বলেন যে 'আমি চন্দুভাই।' ফের আপনি 'রিলেটিভ' হয়ে গেলেন। অল দিজ রিলেটিভ আর টেম্পোরেরী এড্‌জাস্টমেন্ট। কেউ চুরি করে, দান দেয়, সে সব ও পরসত্তা করায় আর সে নিজে এমন মানে যে 'আমি করেছি' তো ফের তার দোষ লাগে। সারা জীবনে আপনি যা কিছু করেন, তার দায় কারো নেই। জন্ম থেকে 'লাস্ট স্টেশন' পর্যন্ত যা কিছু করেছ, তার দায়িত্ব তোমার হয়ই না। কিন্তু তুমি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নাও যে, 'এ আমি করেছি, এ আমি করেছি, আমি খারাপ করেছি, আমি ভাল করেছি।' এভাবে নিজেই ঝুঁকি নিয়ে নেয়।

প্রশ্নকর্তা : কেউ শ্রীমন্ত হয়, কেউ গরীব হয়, কেউ নিরক্ষর হয়, এমন তাদের হওয়া, তার কারণ কি ?

দাদাশ্রী : নো বডি ইজ রেস্পন্সিবল।

ওই কর্ম কতটা বিপজ্জনক ? ও 'আমি করেছি' এমন বলে, এইটুকুই বিপজ্জনক, অন্য কিছু নয়। 'আমি করেছি' এমন অহংকার করে, এইটুকু বিপজ্জনক। এই যে জীবজন্তু আছে, ওদের বিপজ্জনক হয়ই না, কারণ ওরা অহংকার করে না।

এই বাঘ আছে না, সে এত সব পশু মেরে ফেলে, খেয়ে ফেলে কিন্তু ওদের দায়িত্ব নেই। একটু ও, নো রেস্পন্সিবিলিটী। এই মানুষ তো, 'আমি এই করেছি, আমি ও করেছি' বলে, 'আমি খারাপ করেছি, আমি ভাল করেছি' এমন অহংকার করে আর সব দায়িত্ব নিজের মাথায় নেয়। বিড়াল এত ইঁদুর খেয়ে ফেলে, কিন্তু তার কোন দায়িত্ব নেই। নো বডি ইজ রেস্পন্সিবল এক্সেপ্ট মেনকাইন্ড। দেবলোক ও দায়ী নয়।

এখানে আপনি সম্পূর্ণ সত্য জানতে পারবেন। এই গিল্ট (দোষ) সত্য নয়, সম্পূর্ণ সত্য। আমি 'যেমন আছে তেমন' ই বলি।

জগত এভাবেই চলে আসছে। তারা অহংকার করে, সেইজন্য কর্ম বাঁধে।

কর্ম বন্ধন, কর্তব্য থেকে না কর্তা ভাব থেকে ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এমন বলেছে না যে কর্ম আর কর্তব্য থেকেই মোক্ষ হয় কি না ?

দাদাশ্রী : আপনি যে কর্ম করেন, সেই কর্ম আপনি নিজে করেন না কিন্তু আপনার এমন মনে হয় যে, 'আমি করছি।' এর কর্তা কে ? 'চন্দুভাই'। 'আপনি' যদি 'চন্দুভাই' হন তো 'আপনি' কর্মের কর্তা আর 'আপনি' যদি আত্মা হয়ে যান তো ফের 'আপনি' কর্মের কর্তা নন। ফের আপনার কর্ম বাঁধবেই না। আপনি 'আমি চন্দুভাই' বলে করেন। বাস্তবিকে আপনি চন্দুভাই-ই নন, সেইজন্য কর্ম বাঁধবেই না।

প্রশ্নকর্তা : চন্দুভাই তো লোকের জন্য কিন্তু আত্মা যে হয়, সে কর্ম করান কি না ?

দাদাশ্রী : না। আত্মা কিছু করান না, সে তো এতে হাত-ই দেন না। অনলী সাইন্টিফিক সারকামস্টেন্সিয়েল এভিডেন্স সব করে। আত্মা, সে ই ভগবান। আপনি আত্মাকে চেনেন তো ফের আপনি ভগবান হয়ে গেছেন, কিন্তু আপনার আত্মার পরিচয় হয়ই নি তো ! এইজন্য আত্মার জ্ঞান হতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্য, আত্মার পরিচয় হতে সময় লাগে, স্টাডী করতে হবে কি না ?

দাদাশ্রী : না, ও লাখ-লাখ জন্ম স্টাডী করলেও হবে না। 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে তো আপনার আত্মার পরিচয় হয়ে যাবে।

'আমি করেছি' বললেই কর্মবন্ধন হয়ে যাবে। 'এ আমি করেছি', এতে 'ইগোইজম' আছে আর 'ইগোইজম' থেকে কর্ম বাঁধে। যেখানে ইগোইজম-ই নেই, 'আমি করেছি' এমন নেই, সেখানে কর্ম হয় না। খাবার ও চন্দুভাই খায়, আপনি নিজে খান না। সবাই বলে যে, 'আমি খেয়েছি', সে সব ভুল কথা।

প্রশ্নকর্তা : ও চন্দুভাই সব করে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, চন্দুভাই সব খায় আর চন্দুভাই-ই পুদ্গল, সে আত্মা নয়। কথাটা বুঝতে পারছেন তো ? আপনার সবকিছু কে চালায় ? ব্যবসা কে করে ?

প্রশ্নকর্তা : আমিই চালাই।

দাদাশ্রী : আরে, তুমি কে চালানেওয়ালা ? আপনার পায়খানায় যাবার শক্তি আছে ? কোন ডাক্তারের হবে ?

প্রশ্নকর্তা : কারো নেই।

দাদাশ্রী : আমি বড়োদায় সব ফরেন রিটার্ন ডাক্তারদের ডাকি আর বলি যে, 'তোমাদের কারো পায়খানায় যাবার শক্তি আছে ? তখন ওনারা বলতে থাকে, 'আরে, আমরা তো অনেক পেশেন্টকে করিয়ে দিই।' ফের আমি বলি যে ভাই, যখন তোমার পায়খানা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তুমি বুঝতে পেরে যাবে যে ও আমাদের শক্তি ছিল না, তখন অন্য ডাক্তারের দরকার পড়বে। নিজের পায়খানায় যাবার ও স্বতন্ত্র শক্তি নেই আর এই লোকেরা বলে যে 'আমি এসেছি,

আমি গিয়েছি, আমি ঘুমিয়ে পরেছি, আমি এই করেছি, ও করেছি, আমি বিয়ে করেছি ।' বিয়ে করার তুই চক্কর কে ?! বিয়ে তো হয়ে গিয়েছিল । পূর্ব পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছিল, সেটাই আজ রূপকে এসেছে। সে ও তুমি কর নি, ও প্রকৃতি করেছে। সবাই 'ইগোইজম' করে যে 'আমি এই করেছি, আমি ওই করেছি।' কিন্তু তুমি কি করেছ ? পায়খানায় যাবার তো শক্তি নেই। এই সব প্রকৃতির শক্তি । বাকী সব ভ্রান্তি । অন্য শক্তি আপনাকে দিয়ে করায় আর আপনি নিজে মানেন যে 'আমি এ করেছি।'

কর্ম, কর্মফলের বিজ্ঞান !

দাদাশ্রী : আপনার সব কিছু কে চালায় ?

প্রশ্নকর্তা : সব কর্মানুসারে চলে যাচ্ছে। প্রত্যেক মানুষ কর্মতে বাঁধা পরে আছে।

দাদাশ্রী : সেই কর্ম কে করায় ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার এই প্রশ্ন খুব কঠিন। অনেক জন্ম থেকে কর্মের চক্কর চলে আসছে। কর্মের থিয়্যোরী বোঝান।

দাদাশ্রী : রাত্রে এগারোটার সময় আপনার ঘরে কোন গেস্ট আসে, চার-পাঁচ জন, তো আপনি কি বলেন, 'আসুন, আসুন, এখানে বসুন' আর ভিতরে কি চলে, 'এ এখন কোথা থেকে এসে গেছে, এত রাত্রে', এমন হয় কি না ? আপনার পছন্দ না তবুও আপনি খুশী হন তো ?

প্রশ্নকর্তা : না, মনে তাদের উপরে ক্রোধ হয়।

দাদাশ্রী : আর বাহির থেকে ভাল রাখ ?! বাহিরে যা দেখা যায়, ও কর্ম নয়। ভিতরে যা হয়, সেটাই কর্ম। ওসব কঁজ, তার ইফেক্ট আসবে। কখনো এমন হয় কি যে তোমার শাশুড়ির উপরে ক্রোধ হয় ?

প্রশ্নকর্তা : মনের ভিতরে এমন অনেক হয়।

দাদাশ্রী : সেটাই কর্ম। ও ভিতরে যা হয় তো, সেটাই কর্ম। কর্মকে অন্য কেউ দেখতে পারে না। আর যা অন্যে দেখতে পায়, তো ও কর্ম ফল। কিন্তু জগতের লোক তো, যা চোখে দেখতে পায় যে তুমি ক্রোধ করেছ, তাকেই কর্ম বলে। তুমি ক্রোধ করেছ, সেইজন্য তোমাকে শাশুড়ি মেরে ফেলেছে, তাকে এই লোকেরা কর্মের ফল এসেছে এমন বলে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : এই জন্মে যা কিছু রাগ-দ্বেষ হয়, তার ফল এই জন্মেই ভুগতে হয় কি পরের জন্মে ভুগতে হয় ? যা কিছু আমরা ভাল কর্ম করি, খারাপ কর্ম করি তার এই জন্মেই ফল মেলে অথবা পরের জন্মে মেলে ?

দাদাশ্রী : এমন হয়, ভাল করে, খারাপ করে, ওসব স্থূল কর্ম। তার ফল তো এই জন্মেই ভুগতে হয়। সবাই দেখে যে এ এই খারাপ কর্ম করছে, এ চুরি করেছে, এ লুচ্চাই করেছে, এ ঠগ করেছে, সে সব স্থূল কর্ম। যাকে লোকেরা দেখতে পায়, সেই কর্মের ফল এখানেই ভুগতে হয়। আর সেই কর্ম করার সময় যে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়, ও পরের জন্মে ভুগতে হয়। রাগ-দ্বেষ হয়, ও সূক্ষ্ম বিষয়, সেটাই পরিকল্পনা। ফের পরিকল্পনা রূপকে এসে যাবে, যা কাগজে আছে, নক্সা আছে, ও রূপকে এসে যাবে আর রূপকে যা এসেছে ও স্থূল কর্ম। যা অন্য লোকেরা দেখতে পায় যে এ গাল দিয়েছে, এ মেরেছে, এ পয়সা দেয় নি, ও সব এখানের এখানেই ভুগতে হবে। দ্যাখ, আমি তোমাকে এসব বলছি যে এ কিভাবে চলছে !

এক তেরো বছরের বাচ্চা আছে। তার বাবা বলে যে, 'তুই হোটেলে খেতে কেন যাস ? তোর শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তোকে কুসঙ্গ মিলেছে, তোর এসব করা ঠিক না।' এভাবে বাপ ছেলেকে খুব বকে। ছেলেটার ও ভিতরে খুব পশ্চাতাপ হয় আর নিশ্চয় করে এখন হোটেলে খাবো না। কিন্তু সেই কুসঙ্গের লোক পেয়ে যায়, তখন সব ভুলে যায় আর হোটেল দেখে তো ঢুকে পরে। ও তার ইচ্ছাতে করে না। এসব ওর কর্মের উদয়। আমাদের লোকেরা কি বলে যে খারাপ খায়। আরে, এ কি করবে বেচারা ! ওর কর্মের উদয়ে এইসব বেচারার হয়। আপনি ওকে বলা ছেড়ে দেবেন না। ড্রামেটিক বলবেন যে 'খোকা এসব করবে না, তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।' কিন্তু ওখানে তো সঠিক বলে যে 'নালায়ক, বদমায়েশ' আর মারে। এমন করবেন না। এতে

তো ইয়ু আর আনফিট টু বি এ ফাদার। ফিট তো হওয়া চাই কি না ? এই আনকোয়ালিফাইড ফাদার এন্ড মাদার কি চলে ? কোয়ালিফাইড হতে হবে কি না ?

এই বাচ্চারা যা খায়, তাকে আমাদের লোকেরা কি বলে, যে ও কর্ম বেঁধেছে।' আমাদের লোকেরা পরের কথা বুঝতে পারে না। সত্যিকরে তো, বাচ্চার ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়ে যায়। কিন্তু এই লোকেরা তাকে কর্ম বলে। তার যে ফল আসে, ওর আমাশা, ডিসেন্ট্রি হয়, তো বলে যে 'তুই এই কর্ম খারাপ করেছিলি, যে হোটেলে খাবার খেয়েছিলি, সেইজন্য এমন হয়েছে।' ও কর্মের পরিণাম। এই জন্মে যে কাজ করেছে, তার পরিণাম এখানেই ভুগতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : এই জন্মে আমরা নতুন কর্ম কেন বাঁধবো ? যখন কি না আমরা পূর্ব জন্মের কর্ম ভুগছি, যে পুরানো হিসাব ভুগছে, সে কিভাবে নতুন আবার বাঁধবে ?

দাদাশ্রী : এই 'সরদার জী' আছে, সে পূর্ব জন্মের কর্ম ভুগছে, সে সময় ভিতরে নতুন কর্ম বাঁধছে। আপনি খাবার খান, তো কি বলেন যে 'খুব ভাল হয়েছে' আর যদি মুখে কাঁকর এসে যায় তো ফের আপনার কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : মাথা খারাপ হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : যে মিষ্টি খায়, ও পূর্ব জন্মের আর এখন সেটা ভাল লাগে, খুশি হয়ে খায়, বাড়ির লোকের উপরে খুশি হয়ে যায়, এতে তার রাগ হয়। আর ফের খাবার সময় কাঁকর বের হয় তো অখুশি হয়ে যায়। খুশি আর অখুশি হয়, তাতেই নতুন জন্মের কর্ম বেঁধে যায়। নয় তো খাবার খেতে কোন অসুবিধা নেই। হালুয়া খাও, যা কিছুই খাও কিন্তু খুশি, অখুশি হতে হয় না। যা আছে সেটা খেয়ে নাও।

প্রশ্নকর্তা : ও তো ঠিক আছে, কিন্তু সে যে পূর্বের খারাপ কর্ম ভুগছে, ফের নতুন জন্ম ভাল কিভাবে হবে ?

দাদাশ্রী : দ্যাখ, এখন কোন মানুষ তোমার অপমান করে, তো ও পূর্ব জন্মের ফল এসেছে। সেই অপমান কে সহ্য করে নাও, একেবারে শান্ত থাকবে

আর সেই সময় জ্ঞান উপস্থিত হয়ে যায় যে 'গাল দেয়, ও তো নিমিত্ত আর আমাদের যে কর্ম আছে, তারই ফল দেয়, ওতে তার কি দোষ।' তো ফের আগামী ভাল কর্ম বাঁধে আর অন্য একজন, তার অপমান হয়ে যায় তো সে অন্যকে কিছু না কিছু অপমান করে দেয়, এতে খারাপ কর্ম বাঁধে।

প্রশ্নকর্তা : আপনি তো লোককে জ্ঞান দেন, তো আপনি ভাল কর্ম বাঁধছেন ?

দাদাশ্রী : আমার কখনো কর্ম বাঁধেই না আর আমি যাকে জ্ঞান দিয়েছি, সে ও কর্ম বাঁধে না। কিন্তু যে পর্যন্ত জ্ঞান মেলেনি, সে পর্যন্ত আমি বলেছি, এমন করা উচিৎ, এতে ভাল ফল পাবে। যেখানে পাপ বাঁধা হতো ওখানেই পুণ্য বাঁধে আর ও ধর্ম বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : আমরা দান-পুণ্য করি, তো তার ফল পরের জন্মে মিলবে সেইজন্য করি ? এই কথা কি সত্য ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সত্য, ভাল কর তো ভাল ফল মিলবে, খারাপ কর তো খারাপ ফল মিলবে। এতে দ্বিতীয় কারো বাধা নেই। অন্য কোন ভগবান বা অন্য কোন জীব তোমাতে বিঘ্ন করতে পারে না। আপনারই বাধা আছে। আপনারই কর্মের পরিণাম। আপনি যা করেছেন, তেমনই আপনাকে মিলে গেছে। ভাল-খারাপ এর পুরা অর্থ এমন হয়, দ্যাখ, আপনি পাঁচ হাজার টাকা ভগবানের মন্দিরের জন্য দিলেন আর এই ভাই ও পাঁচ হাজার টাকা মন্দিরের জন্য দেন। তো এর ফল আলাদা-আলাদা ই মিলবে। আপনার মনে বহুত ইচ্ছা ছিল যে, 'আমি ভগবানের মন্দিরে কিছু দেব, আপনার কাছে পয়সা আছে, তো সঠিক রাস্তায় চলে যাক,' এমন করার ইচ্ছা ছিল। আর এই তোমার মিত্র পয়সা দেয়, পরে সে ই বলতে শুরু করে, 'এ তো মেয়র জবরদস্তি করেছে, সেইজন্য দিতে হয়েছে, নয় তো আমি দেবার মত লোকই নই।' তো এর ফল ভাল মেলে না। যেমন ভাব করে, তেমনই ফল মেলে। আর আপনার পুরা-পুরা ফল মিলবে।

প্রশ্নকর্তা : নামের লালসা করতে হয় না।

দাদাশ্রী : নাম সে তো ফল। আপনি পাঁচ হাজার টাকা আপনার কীর্তির জন্য দিলেন তো যতটুকু কীর্তি মিলে যায়, ততটা ফল কম হয়ে যায়। কীর্তি না মেলে তো পুরা ফল মিলে যাবে। ওখানে তো চেক উইথ ইন্টারেস্ট, বোনাস পুরা মিলে যাবে। নয় তো, আধা ফল তো কীর্তিতে চলে যায়, ফের বোনাস আধা হয়ে যাবে। কীর্তি তো আপনাকে এখানেই মিলে যায়। সবাই বলে যে, 'এই মহাজন পাঁচ হাজার দিয়েছে, পাঁচ হাজার দিয়েছে' আর আপনি খুশি হয়ে যান। সেইজন্য দান গুপ্ত রাখতে হয়। দেখা-দেখিতে দান করে স্পর্ধাতে এসে দান করে তো তার ফল সম্পূর্ণ মেলেনা। ভগবানের ওখানে এক টাকা ও গুপ্ত রূপে দিলে, আর অন্য কেউ ২০ হাজার দিয়ে ফলক লাগায়, তো তাকে তার ফল এখানেই মিলে যায়। এখানেই তাকে যশ, কীর্তি, প্রশংসা মিলে যায়। তার পেমেন্ট ফলকে হয়ে যায়। ফের পেমেন্ট বাকী থাকে না। নয়তো এক টাকা দাও, কিন্তু কেউ জানে না, এভাবে দেবে। ফলক লাগাবে না, তো অনেক উঁচু ফল মেলে। ফলক তো মন্দিরে সারা দেওয়ালে ফলকই লাগানো আছে। এর কোন মতলব আছে ? ওসব কে পড়বে ? কোন বাপ ও পড়বে না।

দান অর্থাৎ অন্য কোন জীবকে সুখ দেওয়া। মনুষ্য বা অন্য কোন জানোয়ার, সেই সবাইকে সুখ দেওয়া, তার নাম দান। অন্যকে সুখ দাও তো তার রিএক্সনে আমাদের সুখ মেলে আর দুঃখ দাও তো ফের দুঃখ আসবে। এই ভাবে আপনার সুখ-দুঃখ ঘরে বসে যাবে। কিছু দিতে না পার তো তাকে খাবার দাও, পুরানো কাপড় দেবে। তাতে ওর শান্তি মিলবে। কারো মনকে সুখ দাও তো নিজের মনকে সুখ প্রাপ্ত হবে, এই সব ব্যবহার। কারণ জীবমাত্রের ভিতরে ভগবান আছেন, সেইজন্য তার বাইরের কাজকে আমরা দেখা ঠিক না, তাকে সাহায্য করা উচিৎ। তাকে সাহায্য কর তো সেই সাহায্যের পরিণাম আমাদের এখানে সুখ আসবে আর দুঃখ দাও তো দুঃখের পরিণাম আমাদের এখানে দুঃখ আসবে। সেইজন্য রোজ সকালে নিশ্চয় করা উচিত যে, আমার মন-বচন-কায়া দ্বারা কোন জীবের কিঞ্চিত মাত্র দুঃখ না হোক, না হোক, না হোক। আর কেউ আমাদের দুঃখ দিয়ে যায় তো তাকে নিজের বহি-খাতায় জমা করে দেবেন। নন্দলাল দুটো গাল আপনাকে দেয় তো তাকে নন্দলালের খাতায় জমা করে দেবেন, কারণ বিগত অবতারে আপনি ধার দিয়েছিলেন। আপনি দুটো

গাল দিয়েছিলেন তো দুটো ফিরে এসে গেছে। আজ পাঁচটা গাল আবার দেন তো ও আবার পাঁচ দেবে। যদি আপনার এমন ব্যবসা করা পছন্দ নয়, তো ধার দেওয়া বন্ধন করে দিন।

কেউ লোকসান করে, পকেট কাটে, তো সেই সব তোমারই পরিণাম। সে যত দিয়েছিলে, ততটাই আসে। ও কায়দা অনুসারেই সব, কায়দার বাইরে জগতে কিছু নেই। দায়িত্ব নিজেরই হয়। ইউ আর হোল এন্ড সোল রেস্পন্সিবল ফর ইওর লাইফ। ও এক লাইফের জন্য নয়, অনন্ত অবতারের লাইফের জন্য। সেইজন্য লাইফে অনেক দায়বদ্ধ ভাবে থাকতে হবে। বাবার সাথে, মার সাথে, পত্নীর সাথে, বাচ্চার সাথে, সবার সাথে দায়িত্ব আছে আপনার। আর এই সবার সাথে তোমার কি সম্বদ্ধ ? ক্রেতার ব্যবসায়ীর সাথে সম্বন্ধ থাকে, তেমনই সম্বন্ধ।

প্রশ্নকর্তা : এখন আমি কোন কার্য করি তো তার ফল আমাকে এই জন্মে মিলবে না পরের জন্মে মিলবে ?

দাদাশ্রী : দ্যাখ, যেসব কর্ম চোখে দেখা যায়, তার ফল তো এখানেই এই জন্মে মিলবে আর যা চোখে দেখা যায় না, ভিতরে হয়ে যায়, সেই কর্মের ফল আগামী জন্মে মিলবে।

একজন মুসলমান ছিল, তার পাঁচ ছেলে আর দুই মেয়ে। তার কাছে টাকা-পয়সা ও ছিল না। তার পত্নী একদিন বলে যে আমাদের বাচ্চাদের মাংস খাওয়াও। তো সে বলে যে 'আমার কাছে পয়সা নেই, কোথা থেকে আনবো।' তো ফের সে চিন্তা করে যে জঙ্গলে হরিণ আছে তো একটা হরিণ মেরে আনবো আর বাচ্চাদের খাওয়াবো। ফের সে এমন একটা হরিণ মেরে আনে আর বাচ্চাদের খাওয়ায়। একজন শিকারী ছিল। সে শিকারের সৌখিন ছিল। সে জঙ্গলে যায় আর সে ও হরিণ কে মেরে দেয়। ফের খুশি হয় যে দ্যাখ, এক বারেই আমি একে মেরে ফেলেছি।

ঐ মুসলমানের, বাচ্চাদের খাবার ছিল না, তো হরিণকে মেরে ফেলে কিন্তু তার ভিতর থেকে ভাল লাগে না, তো তার দোষ ২০% হয়। ১০০% নর্মাল হয়, তো মুসলমানের ২০% দোষ হয় আর সেই শিকারী শখ করে, তার ১৫০% দোষ

হয়ে যায়। ক্রিয়া একই প্রকারের, কিন্তু দোষ আলাদা-আলাদা হয়।

প্রশ্নকর্তা : কাউকে দুঃখ দিয়ে যে প্রসন্ন হয়, সে ১৫০% পাপ করে ?

দাদাশ্রী : সেই শিকারী খুশি হয়, এতে ৫০% বেশী হয়ে যায়। খুশি না হত তো ১০০% দোষ ছিল আর পশ্চাতাপ করে তো ৮০% কম হয়ে যায়। যে কর্তা নয়, তার দোষ লাগেই না। যে কর্তা, তারই দোষ লাগে।

প্রশ্নকর্তা : তো অজান্তে পাপ হয়ে যায় তো ও পাপ নয় ?

দাদাশ্রী : না, অজান্তেও পাপ তো ততটাই হয়। দ্যাখ, ওখানে আগুন আছে, ওখানে একটা বাচ্চার হাত ভুলে লেগে যায়, তো কোন ফল আসবে ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, জ্বলে যাবে।

দাদাশ্রী : ফল তো এক রকমই আসবে। অজান্তে কর বা জেনে কর, ফল তো অনুরূপ হয়। কিন্তু তার ভোগার সময় হিসাব আলাদা হয়। যখন ভোগার সময় আসে তো যে জেনে-বুঝে করেছে, তাকে জেনে-বুঝে ভুগতে হবে আর যে অজান্তে করেছে, তাকে অজান্তে ভুগতে হবে। তিন বছরের বাচ্চা, ওর মা মরে যায় আর বাইশ বছরের ছেলে, তার মা মরে যায় তো মা তো দুজনেরই মরেছে কিন্তু বাচ্চাটার অজান্তে ফল মিলেছে আর ছেলেটার জেনে ফল মিলেছে।

প্রশ্নকর্তা : মানুষ এই জীবনে যে কাজই করে, কোন ভুল ও করে তো তার ফল ওকে কিভাবে মিলবে ?

দাদাশ্রী : কোন লোক চুরি করে, এতে ভগবানের কোন হস্তক্ষেপ নেই। কিন্তু চুরি করার সময় ওর এমন লাগে যে 'এত খারাপ কাজ আমার ভাগ্যে কোথা থেকে এসেছে। আমি এমন কাজ চাই না, কিন্তু এই কাজ করতে হচ্ছে। আমার এই কাজ করার ইচ্ছা নেই, কিন্তু করতে হচ্ছে।' আর ভিতরের ভগবানের কাছে এমন প্রার্থনা করে তো ওকে চুরির ফল মেলে না। যে দোষ দেখা যায়, সেই দোষ করার সময় ভিতরে কি করছে, সেটা দেখা আবশ্যক। সেই সময় এমন প্রার্থনা করে, তো সেই দোষ, দোষ থাকে না, ও ছেড়ে যায়। ইউ আর হোল এন্ড সোল রেস্পন্সিবল ফর ইওর ডিডস ! এখন যেমন করবে,

তেমনই ফল পরে আসবে। ও তোমারই কর্মের ফল।

প্রশ্নকর্তা : এখন ভাল করি তো পরের জন্মেই ভাল মিলবে অথবা এই জন্মে ভাল মিলবে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই জন্মে ও ভাল মেলে। তুমি এখন ট্রায়াল নিতে চাও ? তার ট্রায়াল নিতে চাও তো একজন লোককে দুই-চার চড় মেরে, দুই-চার গাল দিয়ে ঘরে যাও তো কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : কিছু না কিছু ফল তো আসবেই।

দাদাশ্রী : না, ফের তো ঘুম ও আসবে না। যাকে গাল দিলে, চড় মারলে তার তো ঘুম আসবে না, কিন্তু আমাদের ও ঘুম আসবে না। যদি আপনি তাকে কিছু না কিছু আনন্দ দিয়ে ঘরে যাও তো আপনার ও আনন্দ হবে। দুই প্রকারের ফল মেলে। ভাল কর তো মিষ্টি ফল মিলবে আর কাউকে খারাপ বল তো তার তেতো ফল মেলে। কারো খারাপ বলবে না, কারণ জীব মাত্রেই ভগবান আছেন।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ভাল করলে তার ফল এই জন্মে তো মেলে না ?

দাদাশ্রী : ও ভাল করেছ তো, তার ফল তো এখনই মিলে যায়। কিন্তু ভাল করেছ, সেটাও ফল। আপনি তো ভ্রান্তিতে বলেন যে 'আমি ভাল করেছি।' পূর্ব জন্মে ভাল করার ভাবনা করেছিলে, তার ফল স্বরূপে এখন ভাল করে। জন্ম থেকে পুরা জীবন সেই ফলই মেলে। আপনার ৫৩ বছর হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত যে সার্ভিস মিলেছে সে ও ফল ছিল। বডির কত সুখ আছে, কত দুঃখ আছে, সে ও ফল। মেয়ে মিলেছে, স্ত্রী মিলেছে, সব কিছু মেলে, ফাদার-মাদার মেলে, ঘর মিলেছে, সেই সব ফলই মেলে।

প্রশ্নকর্তা : কর্মের ফলই যদি মেলে, তো ওতে কিছু সুসঙ্গত তো হওয়া চাই কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সুসঙ্গতই। দিস ওয়ার্ল্ড ইজ এভার রেগুলার !

প্রশ্নকর্তা : কর্ম এখানেই ভুগতে হয় কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, যে স্থুল কর্ম আছে, চোখে দেখা যায় এমন কর্ম, সেই সব এখানেই ভুগতে হয় আর চোখে দেখা যায় না, এমন সূক্ষ্ম কর্ম ওসব পরের জন্মের জন্য।

প্রশ্নকর্তা : কর্মের উদয় আসে তো তাতে তন্ময়াকার হলে ভুগতে হয় অথবা তন্ময়াকার না হলে ?

দাদাশ্রী : উদয়ে যে তন্ময়াকার হয় না, সে জ্ঞানী। অজ্ঞানী উদয়ে তন্ময়াকার না হয়ে থাকতে পারে না, কারণ অজ্ঞানীর এত শক্তি নেই যে উদয়ে তন্ময়াকার হবে না। হ্যাঁ, অজ্ঞানী কোন জায়গায় তন্ময়াকার হয় না ? যে জিনিস নিজের পছন্দ নয়, সেখানে তন্ময়াকার হয় না আর বেশী পছন্দ, সেখানে তন্ময়াকার হয়ে যায়। যা পছন্দ, তাতে তন্ময়াকার না হয় তো সেটাই পুরুষার্থ। কিন্তু এ অজ্ঞানীর হতে পারে না।

এই সব লোকেরা যা বলে যে, কর্ম বাঁধে। তো কর্ম বাঁধে, ও কি যে কর্ম চার্জ হয়। চার্জে কর্তা হয় আর ডিস্‌চার্জে ভোক্তা হয়। আমি জ্ঞান দেব ফের কর্তা থাকবে না, খালি ভোক্তা থাকবে। কর্তা না থাকে তো সব চার্জ বন্ধ হয়ে যাবে। খালি ডিস্‌চার্জই থাকবে। এ সাইন্স। আমার কাছে এই সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের সাইন্স আছে। আপনি কে ? আমি কে ? এসব কিভাবে চলছে ? কে চালায় ? ও সব সাইন্স।

প্রশ্নকর্তা : মানুষ মরে যায়, তখন আত্মা আর দেহ আলাদা হয়ে যায়, তো ফের আত্মা অন্য শরীরে যায় কি পরমেশ্বরে বিলীন হয়ে যায় ? যদি অন্য শরীরে যায় তো কি সে কর্মের জন্য যায় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, অন্য কেউ নেই, কর্মই নিয়ে যাবার। সেই কর্ম থেকে পুদ্গল ভাব হয়। পুদ্গল ভাব অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব, ও হাল্কা হয় তো দেবগতিতে উর্ধগতিতে নিয়ে যায়, ও ভারী হয় তো অধোগতিতে নিয়ে যায়, নর্মাল হয় তো এখানেই থাকে, সজ্জনে, মনুষ্যতেই থাকে। প্রাকৃত ভাব পুরো হয়ে যায় তো মোক্ষে চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : কোন মানুষ মরে যায় তো তার কোন ইচ্ছা বাকি থেকে যায় তো সেই ইচ্ছা পুরা করার জন্য সে কি চেষ্টা করে ?

দাদাশ্রী : আমার এই 'জ্ঞান' পেয়ে গেছে আর তার ইচ্ছা বাকি থাকে তো তার জন্য আগামী জন্ম এজ ফার এজ পসিবল তো দেবগতিরই হবে। নয় তো কখনো কোন মানুষ খুব সজ্জন মানুষের, যোগভ্রষ্ট মানুষের অবতার হবে, কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ইচ্ছার সব সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স পুরা হয়ে যায়। মোক্ষে যাবার আগে যেমন ইচ্ছা হয়, তেমন এক-দুই অবতারে সব জিনিস মিলে যায় আর সব ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার পর মোক্ষে চলে যায়। যখন সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যায় ফের মনুষ্যতে এসে মোক্ষে চলে যায় কিন্তু মনুষ্য জন্ম এখানে এই ক্ষেত্রে আসবে না, অন্য ক্ষেত্রে আসবে। এই ক্ষেত্রে কোন তীর্থঙ্কর ভগবান নেই। তীর্থঙ্কর ভগবান, পূর্ণ কেবলজ্ঞানী হতে হবে তো সেখানে জন্ম হবে আর ওনার দর্শনেই মোক্ষ মিলবে, মাত্র দর্শনেই! শোনার বাকি নেই কিছু, নিজের সব অবগত হয়ে গেছে, আর সব কিছু তৈয়ারি আছে, তো মাত্র দর্শন, সম্পূর্ণ বীতরাগ দর্শন হয়ে যায় যে মোক্ষ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : মানুষের ইচ্ছা দুই রকমের হতে পারে, এক আধ্যাত্মিক আর দ্বিতীয় আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক প্রাপ্ত হওয়ার পর যদি আধিভৌতিক বাসনা কিছু থেকে যায় তো তা এই জন্মেই পুরা করে ফেলে তো পরের জন্মের প্রশ্নই থাকে না তো ?

দাদাশ্রী : না, ও পুরা হয় তো হয়, নয় তো পরের জন্মে পুরা হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : এই জন্মেই পুরা করে নিই তো কি অসুবিধা ?

দাদাশ্রী : ও পুরা হতে পারে এমন হয়ই না, এমন এভিডেন্স মিলবে এমন নয়। তার জন্য ফুল এভিডেন্স চাই, হান্ড্রেড পারসেন্ট এভিডেন্স চাই।

প্রশ্নকর্তা : এখন আধ্যাত্মিক তো করে যাচ্ছি, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে সংসারের বাসনা ও পুরা করে নিই তো কি অসুবিধা ?

দাদাশ্রী : কিন্তু ও পুরা হতে পারে না তো! ও পুরা হয় না কারণ এখানে এমন সেই সময় ও নেই, হান্ড্রেড পারসেন্ট এভিডেন্স মেলেই না। সেইজন্য এখানে বাসনা পুরা হয় না আর এক-দুই অবতার তো বাকি থেকে যায়। সেই সব বাসনা, ফুল সেটিস্ফেক্শনে পুরা হয় আর তাতে ফের সেই বাসনা থেকে

বিরক্ত হয়ে যায়, তো ফের সে কেবল শুদ্ধাত্মাতেই থাকে। বাসনা তো পুরা হতে হবে। বাসনা পুরা না হলে তো কোন এন্ট্রেন্স মেলে না। এখান থেকে ডাইরেক্ট মোক্ষ নেই। এক-দুই অবতার আছে। খুব ভাল অবতার, তখন সব বাসনা পুরা হয়ে যায়। এখানে সব বাসনা পুরা হয়ে যাবে এমন টাইমিং ও নেই আর ক্ষেত্র ও নেই। এখানে সাঁচ্চা প্রেমের, কমপ্লিট সম্পূর্ণ প্রেমের মানুষ পাওয়া যায় না, তো ফের আমাদের বাসনা কিভাবে পুরা হয়ে যাবে। এর জন্য এক-দুই অবতার বাকি থাকে আর শুদ্ধাত্মার লক্ষ্য হয়ে যায়, পরে এমন পুণ্য বাঁধে যে বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়, এমন ১০০% এর পুণ্য হয়ে যায়।

কর্তাপদ না আশ্রিতপদ ?

কর্ম তো মনুষ্যই একমাত্র করে, অন্য কেউ কর্ম করেই না। মনুষ্য নিরাশ্রিত সেইজন্য সে কর্ম করে। অন্য সব গরু, মোষ, বৃক্ষ, দেবতারা, নরকেররা সব আশ্রিত। তারা কোন কর্ম করেই না। কারণ তাঁরা ভগবানের আশ্রিত আর এই মনুষ্যরা নিরাশ্রিত। ভগবান মানুষের দায়িত্ব নেনই না। অন্য সব জীবের জন্য ভগবান দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন।

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য নিজেকে চিনে নেয়, ফের নিরাশ্রিত নয়।

দাদাশ্রী : ফের তো ভগবানই হয়ে যাবে। নিজেকে চেনার জন্য তৈয়ারি করে সেখান থেকেই ভগবান হওয়া শুরু হয়ে যায়। সেখান থেকে অংশ ভগবান হয়। দুই অংশ, তিন অংশ, এভাবে ফের সর্বাংশ ও হয়ে যায়। সে ফের নিরাশ্রিত নয়। সে নিজেই ভগবান। কিন্তু সব মনুষ্যরা নিরাশ্রিত। ওরা খাবার জন্য, পয়সার জন্য, মৌজ করার জন্য ভগবানের ভজনা করে। ওরা সব নিরাশ্রিত।

মনুষ্য নিরাশ্রিত কিভাবে, সে একটা কথা বলবো ? এক গ্রামের বড় মহাজন, এক সন্যাসী মহারাজ আর মহাজনের কুকুর, তিন জন বাইরে গ্রামে যায়। পথে চারজন ডাকাত মেলে। তো মহাজনের মনে আতঙ্ক হয় যে 'আমার কাছে দশ হাজার টাকা আছে, এরা নিয়ে নেবে আর আমাকে মার-ধর করবে,

তো আমার কি হবে ?' মহাজন তো নিরাশ্রিত হয়ে গেছে। সন্যাসী মহারাজের কাছে কিছু ছিল না, খাবার বাসনই ছিল। কিন্তু তার ভাবনা হয় যে এই বাসন কেড়ে নেয় তো কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাকে মারে আর আমার পা ভেঙ্গে যায়, তো ফের আমি কি করবো ? আমার কি হবে ? আর যে কুকুরটা ছিল, ও তো ঘেউ-ঘেউ করতে থাকে। সেই ডাকাত একবার লাঠি দিয়ে মেরে দেয় তো চেঁচাতে-চেঁচাতে পালিয়ে যায়, ফের ফিরে আসে আর ঘেউ-ঘেউ করতে থাকে। ওর মনে বিচার আসে না যে 'আমার কি হবে ?' কারণ ও আশ্রিত। ওরা দুজন, মহাজন আর সন্যাসী মহারাজের মনে এমন হয় যে 'আমার কি হবে ?' মনুষ্যই কর্তা আর ওরাই কর্ম বাঁধে। অন্য কোন জীব কর্তা নয়। ওরা সব তো কর্ম থাকে মুক্ত হচ্ছে। আর মনুষ্যরা তো কর্ম বাধেও আর কর্ম থেকে মুক্তি ও পায়। চার্জ আর ডিসচার্জ দুটোই আছে। ডিসচার্জে কোন উদ্বেগ করার দরকার নেই। চার্জে উদ্বেগ করা দরকার ।

এই ফরেনের লোকেরা সব সহজ হয়, ওরা নিরাশ্রিত নয়। ওরা আশ্রিত। ওরা 'আমি কর্তা' এমন বলেন না আর হিন্দুস্থানের লোকেরা তো 'কর্তা' হয়ে গেছে।

নিষ্কাম কর্ম থেকে কর্মবন্ধন ?

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সব রাস্তা বলেছেন। ধর্মেরই সব লেখা আছে। কিন্তু মোক্ষে যাবার একটা বাক্যই লিখেছে, বেশী লেখা নেই। ধর্ম কি করতে হবে ? নিষ্কাম কর্ম করতে হবে, একেই ধর্ম বলা হয়। কিন্তু কর্তা হয় কি না ? নিষ্কাম হয়, কিন্তু কর্তা তো হয় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : তো কর্মই প্রধান হয় কি ?

দাদাশ্রী : কিন্তু প্রথমে সকাম কর্ম করে, এখন নিষ্কাম কর্ম করে আর এর ফল স্বরূপ ধর্ম মিলবে, মুক্তি মিলবে না। সকাম কর্ম কর বা নিষ্কাম কর্ম কর, কিন্তু মুক্তি হবে না। কর্ম করলে মুক্তি হয় না। মুক্তি তো যেখানে ভগবান প্রকট হয়ে গেছেন, সেখানে কৃপা হয়ে যায় তো মুক্তি হয়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু বিনা কাজ করে ভগবানের কৃপা হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : কাজ করলেই ভগবানের কৃপা হয় না আর কাজ না করলে তখন ও ভগবানের কৃপা হয় না। কৃপা তো যে ভগবান কে মিলেছে, তার উপরে ভগবানের কৃপা নেমে আসে। কাজ করে, সে নিজের ফায়দার জন্য করে। নিষ্কাম কর্ম কিসের জন্য করবে ? যে তাতে আমাদের কোন কষ্ট না হয়, আস্তে-আস্তে ধর্ম করতে মেলে, খাওয়া-দাওয়া মেলে, সবকিছু মেলে আর ভগবানের ভক্তি করতে কোন কষ্ট না হয়। এই নিষ্কাম কর্মে ফায়দা আছে কিন্তু এই সব কর্মই আর কর্ম আছে, সেখান পর্যন্ত বন্ধন আছে।

কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন যে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে গেলে ফের ছাড় পাবে আর অন্য ও বলেছেন, বীতরাগ আর নির্ভয় হয়ে যায়, ফের কাজ হয়ে যায়।

নিষ্কাম কর্ম কর কিন্তু কর্মের কর্তা তো আপনিই তো ? তো কর্তা হয়, সেখান পর্যন্ত মুক্তি হয় না। মুক্তি তো ' আমি কর্তা' সে কথাই চলে দিতে হবে আর কে কর্তা, সেটা জানতে হবে। আমি সব বলে দিই যে 'কর্তা কে, তুমি কে, এই সব কে।' সব লোকেরা মনে করে যে 'আমি নিষ্কাম কর্ম করি আর আমার ভগবান মিলে যাবে।' আরে, তুমি কর্তা, সেখান পর্যন্ত কিভাবে ভগবান মিলবে ? অকর্তা হয়ে যাবে, তখন ভগবান মিলে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : কৃষ্ণ ভগবান ও যুদ্ধ করেছিলেন, কৃষ্ণ ও তো অর্জুনের সারথী হয়েছিলেন।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, অর্জুনের সারথী হয়েছিলেন কিন্তু কেন সারথী হয়েছিলেন ? ভগবান, অর্জুন কে বলতেন যে, 'দ্যাখ ভাই, তুমি তো পাঁচ ঘোড়ার লাগাম ধর, কিন্তু রথ চালানো তুমি জান না আর লাগাম কে টানা-টানি কর। কখন টানে ? যখন চড়াই হয়, তখন টানে আর ঢালে ঢিলা ছেড়ে দেয়। লাগাম টানা-টানি করলে ঘোড়ার মুখে রক্ত বেরিয়ে যায়। সেইজন্য তুমি রথে বসে যাও, আমি তোমার রথ চালাবো।'

আর তোমার কে চালায় ? তুমি নিজে চালাও ?

প্রশ্নকর্তা : আমি কি চালাবো ? পরিচালক তো একজনই।

দাদাশ্রী : কে ?

প্রশ্নকর্তা : যাকে পরম পিতা পরমেশ্বর আমরা মানি ।

দাদাশ্রী : শ্রীখন্ড-লুচি তুমি খাও আর চালায় সে ?!!!

যেখান পর্যন্ত মানুষ কর্ম যোগে আছে, সেখান পর্যন্ত ভগবান কে স্বীকার করতে হবে যে হে ভগবান, আপনার শক্তিতে আমি করি । নয় তো 'আমি কর্তা' সে কি পর্যন্ত বলে ? যখন উপার্জন করে তো বলে, 'আমি উপার্জন করেছি' কিন্তু লোকসান হয়, তো 'ভগবান লোকসান করে দিয়েছে' বলবে । 'আমার পার্টনার করেছে', নয় তো 'আমার গ্রহ এমন, ভগবান রুষ্ঠ হয়েছে,' এমন সব ভুল বলে । ভগবানের জন্য, এমন বলতে হয় না । ও সব ভগবান করেন । এমন মনে করে নিমিত্ত রূপে কাজ করতে হয় ।

কর্মযোগ কি ? ভগবান কর্তা, আমি তার নিমিত্ত । সে যেমন বলেন তেমন করবে । তার অহংকার করবে না । এর নাম কর্মযোগ । কর্মযোগে তো, সব কাজ ভিতর থেকে বলে, তেমনি আপনাকে করতে হবে । বাইরের কোন ভয় থাকতে হয় না যে লোকে কি বলবে আর কি না । সব কিছু ভগবানের নামেই করবে । আমাদের কিছু করতে হবে না । আমাদের তো নিমিত্ত রূপে করতে হবে । আমরা তো ভগবানের হাতিয়ার, এভাবে কাজ করবে ।

কর্ম, কর্ম চেতনা, কর্মফল চেতনা !

প্রশ্নকর্তা : আমাদের কর্ম কে লেখেন ?

দাদাশ্রী : আমাদের কর্ম কে লেখার কেউ নেই । এই বড়-বড় কম্প্যুটার হয়, ও যেমন রিজাল্ট দেয়, সেই ভাবেই এমন ই তোমাকে কর্মের ফল মেলে ।

কর্ম তো কি জিনিস ? মাটিতে বীজ ফেলে, তাকে কর্ম বলা হয় আর তার যে ফল আসে, ও কর্ম ফল । কর্ম ফল দেবার সব কাজ কম্প্যুটারের মত মেশিনারী করে । কম্প্যুটারে যা কিছু ঢোকায়, তার উত্তর মিলে যায়, ও কর্ম

ফল। এতে ভগবান কিছু করেন না।

প্রশ্নকর্তা : পূর্ব জন্মের কর্ম থেকে এমন সব হয় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো অন্য কি আছে ? পূর্ব জন্মের যে কর্ম আছে, তার এই জন্মে ফল মেলে। তোমার চাই না তবুও ফল মেলে। তার ফল দুই প্রকারের থাকে। এক তেতো হয় আর এক মিষ্টি। কিছু দিন তেতো ফল মেলে তো ও আপনার পছন্দ হয় না আর মিষ্টি ফল তোমার পছন্দ হয়ে যায়। এর থেকে অন্য নতুন কর্ম বাঁধে, নতুন বীজ ফেলে আর আগেকার ফল খায়।

প্রশ্নকর্তা : এই জন্মে আমরা যে কর্ম করি, ও পরের জন্মে আবার আসবে ?

দাদাশ্রী : এখন যে ফল খায়, ও আগেকার জন্মের আর যার বীজ ফেলি, তার ফল পরের জন্মে মিলে যাবে। যখন কারো সাথে ক্রোধ হয়ে যায়, তখন তার বীজ খারাপ পরে। এর যখন ফল আসে, তখন আমাদের অনেক দুঃখ হয়।

প্রশ্নকর্তা : পূর্ব জন্ম আছে কি নেই, সেটা কিভাবে জানা যায় ?

দাদাশ্রী : স্কুলে তুমি পড়াশোনা কর, তাতে সব বাচ্চাদের প্রথম নম্বর আসে কি কোন এক জনের প্রথম নম্বর আসে ?

প্রশ্নকর্তা : কোন এক জনেরই আসে।

দাদাশ্রী : কারো দ্বিতীয় নম্বর ও আসে ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : এই চেঞ্জ কেন হয় ? সবার একরকম কেন আসে না ?

প্রশ্নকর্তা : যে যত পড়াশোনা করে, ততই তাকে মার্ক্স মেলে।

দাদাশ্রী : না, কত লোক তো বেশী পড়াশোনা ও করে না, তবুও ফার্স্ট হয় আর কত লোক অনেক পড়াশোনা করেও ফেল হয়।

প্রশ্নকর্তা : ওদের বুদ্ধি ভাল হবে।

দাদাশ্রী : এদের বুদ্ধি আলাদা-আলাদা কেন হয় ? ও পূর্ব জন্মের কর্মের ফলের হিসাবে বুদ্ধি হয় সবার।

প্রশ্নকর্তা : যেসব আগেকার হয়, সেসব এই জন্মে বলে কি ফায়দা ? লেন-দেন তো এই জন্মেই হওয়া উচিৎ। যাতে আমরা জানতে পারি যে আমরা এই পাপ করেছি তো তার এই ফল ভুগছি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ও আছে। কিন্তু এ কেমন হয় যে যেসব কঁজেজ করেছে, তার ফল কি মেলে ? এই ছোট বাচ্চা হয়, সে কাউকে পাথর মারে, ও তার দায়িত্ব। কিন্তু সে জানে না যে এর কি দায়িত্ব। ও পাথর মারে, ও পূর্বের কর্মের জন্য এসব করে। ফের যাকে পাথর লেগে যায়, সেই লোক বাচ্চাকে মারবে যে এ পাথর মেরে দিয়েছে, তার ফল মেলে।

কোন মানুষ কারো উপর ক্রোধিত হয়ে যায়, ফের সেই লোক বলে, 'ভাই, আমার ক্রোধ করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ক্রোধ এভাবে হয়েই গেছে।' তো ফের এই ক্রোধ কে করেছে ? ও আগের কর্মের পরিণাম। ও ক্রোধ করে, সেটা আগের কঁজেজের ইফেক্ট। এই ভ্রান্তির লোকেরা কি বলে ? এই ক্রোধ করে তাকে কর্ম বলে আর মার খায়, সে তার কর্মের ফল, এমন বলে। ফের লোকে কি বলে যে 'ক্রোধ করবে না।' আরে, কিন্তু ক্রোধ করা আমাদের হাতে নেই না? ও তোমার না করার ভাবনা আছে, তবুও হয়ে যায়, তার কি উপায় ? এ তো পূর্ব জন্মের কর্মের ফল।

কে চালায়, ও উপলব্ধিতে এসে গেছে না ? পাস হবে কি হবে না, ও আপনার হাতে নেই। তো ও 'চন্দুভাইর হাতে আছে ?' হ্যাঁ, একটু 'চন্দুভাই'-এর হাতে আছে, অনলী ২% আর ৯৮% অন্যের হাতে। তোমার উপরে অন্যের সত্তা আছে, এমন জানা যায় না ? এমন এক্সপিরিয়েন্স হয় নি ? তোমার ইচ্ছা হয়, আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পরবো, তো ফের ঘুম আসে না এমন হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : হয়।

দাদাশ্রী : তোমার তো ইচ্ছা আছে, কিন্তু তোমার কে অন্তরায় করে ? কোন অন্য শক্তি আছে, এমন মনে হয় না ? কখনো ক্রোধ হয়ে যায় কি না, তোমার ইচ্ছা ক্রোধ না করার তবুও ?

প্রশ্নকর্তা : তবুও হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : সেই ক্রোধের ক্রিয়েটর কে ?

প্রশ্নকর্তা : তাঁকে আমরা আত্মা বলি।

দাদাশ্রী : না, আত্মা এমন করেন না। আত্মা তো ভগবান। এই ক্রোধ তো তোমার উইকনেস। কর্ম দেখেছেন, আপনি ? এই লোকটা কর্ম করে যাচ্ছে, এমন দেখেছেন ? কোন মানুষ কর্ম করছে, ও আপনি দেখেছেন ?

প্রশ্নকর্তা : তার এক্সন থেকে আমরা জানতে পারি।

দাদাশ্রী : কোন লোক কাউকে মারছে তো আপনি কি দেখেন।

প্রশ্নকর্তা : সে পাপ করছে, সে কর্ম করছে।

দাদাশ্রী : এই ওয়ার্ল্ডে কোন লোক কর্ম দেখতে পারেই না। কর্ম সূক্ষ্ম। ও যা দেখা যায়, ও কর্মচেতনা দেখা যায়। কর্ম চেতনা নিশ্চেতন চেতন, ও সত্যি চেতন নয়। কর্মচেতনা আপনার ধারনায় এসেছে ?

প্রশ্নকর্তা : কর্মের ডেফিনেশন বলুন।

দাদাশ্রী : যে আরোপিত ভাব আছে, সে ই কর্ম। আপনার নাম কি ?

প্রশ্নকর্তা : চন্দুভাই।

দাদাশ্রী : আপনি, 'আমি চন্দুভাই' এমন মনেন, এতে আপনি সারাদিন কর্ম-ই বাঁধেন। রাত্রে ও কর্ম বাঁধে। কারণ আপনি যা হন, ও আপনি জানেন না আর যা নয় সেটাই মানেন। চন্দুভাই তো আপনার নাম মাত্র আর মানেন যে, 'আমি চন্দুভাই '। এ রং বিলিফ, এই স্ত্রীর হাসবেন্ড, এ দ্বিতীয় রং বিলিফ। এই ছেলের ফাদার, এ তৃতীয় রং বিলিফ। এমন কত সব রং বিলিফ আছে ? কিন্তু আপনি আত্মা হয়ে গেছেন, এর রিয়েলাইজ হয়ে গেছে, ফের আপনার

কর্ম হয় না। 'আমি চন্দুভাই', এই আরোপিত ভাবে কর্ম বাঁধে। এমন কর্ম করে, তার ফল দ্বিতীয় জন্মে আসে, ও কর্মচেতনা। কর্ম চেতনা আমাদের হাতে নেই, পরসত্তায় আছে। ফের এখানে কর্মচেতনার ফল আসে, ও কর্মফল চেতনা। আপনি শেয়ার বাজারে যান, সে ও কর্মচেতনার ফল। ব্যবসায় লোকসান হয়, লাভ হয়, সে ও কর্মচেতনার ফল। তাকে বলে, 'আমি করেছি, আমি অর্জন করেছি', তো ফের ভিতরে কি কর্ম চার্জ হয়। 'আমি চন্দুভাই ' আর 'আমি এইসব করেছি' তাতেই নতুন কর্ম বাঁধে।

প্রশ্নকর্তা : কর্ম ও ভাল-খারাপ হয় ?

দাদাশ্রী : এখন এখানে সৎসঙ্গে আপনার পুণ্য কর্ম হয়। আপনার ২৪ ঘন্টা কর্মই হতে থাকে আর এই আমার 'মহাত্মা', ওরা এক মিনিট ও নতুন কর্ম বাঁধে না আর আপনি তো বহুত ভাগ্যশালী (!) মানুষ যে ঘুমের মধ্যেও কর্ম বাঁধে।

প্রশ্নকর্তা : এমন কেন হয় ?

দাদাশ্রী : শেল্ফের রিয়েলাইজেশন করতে হবে। শেল্ফের রিয়েলাই-জেশন হয়ে যায়, ফের কর্ম বাঁধে না।

নিজেকে চিনতে হবে। নিজেকে চিনে নিলে, তো সব কাজ পুরো হয়ে যাবে। চব্বিশ তীর্থঙ্করেরা নিজেক চিনে নিয়েছিলেন। এ নিজে নয়, যা দেখা যায়, যে শোনে, সে সব নিজে নয়। সে সব পরসত্তা। আপনার পরসত্তা মনে হয় ? চিন্তা, *উপাধী* (বাহ্য কষ্ট) কিছু মনে হয় ? সে সব পরসত্তা, আমাদের নিজের স্বসত্তা নেই। স্বসত্তাতে নিরুপাধি হয়। নিরন্তর পরমানন্দ হয় !! সেটাই মোক্ষ !!! নিজের আত্মার অনুভব হয়েছে, সে ই মোক্ষ। মোক্ষ অন্য কোন জিনিস নয়।

এই সব পুদ্গলের বাজি। নরম-গরম, শাতা-অশাতা, যা কিছু হয়, ও পুদ্গলের হয়। আত্মার কিছু হয় না। আত্মা তো এমন ই থাকেন। যেঅবিনাশী, সে স্বয়ং আমাদের আত্মা। সেই বিনাশী তত্বকে ছেড়ে দিতে হবে। বিনাশী তত্বের মালিক হবে না, তার অহংকার না হওয়া চাই। এই 'চন্দুভাই' যা কিছু করে, তাকে আপনি শুধু দেখতে হবে যে, 'সে কি করছে।'

বস, এটাই আমাদের ধর্ম, জ্ঞাতা-দ্রষ্টা, আর 'চন্দুভাই' সব কিছু করবে। সে সামায়িক করে, প্রতিক্রমণ করে, স্বাদ্ধ্যায় করে, সবকিছু করে, তার উপরে আপনি দ্রষ্টা। নিরন্তর এটাই রাখতে হবে বস। অন্য কিছু নয়। ওটা 'সামায়িক" ই। আমাদের আত্মা শুদ্ধ। কখনো অশুদ্ধ হয়ই না। সংসারেও অশুদ্ধ হয় নি আর এই নাম, রূপ, সব ভ্রান্তি।

'চন্দুভাই' কি করছে। ওর শরীর কেমন আছে, সে সব 'আপনি' দেখতে হবে। অশাতা হয়ে যায় তো ফের আমাদের বলতে হবে যে, 'চন্দুভাই', 'আমি' তোমার সঙ্গে আছি, শান্তি রাখ, শান্তি রাখ', এমন বলবে। অন্য কোন কাজ করারই নেই।

আপনি 'স্বয়ং' ই শুদ্ধাত্মা আর এই 'চন্দুভাই' ও কর্মের ফল, কর্ম-চেতনা। এর থেকে আবার ফল মেলে, ও কর্মফল চেতনা। শুদ্ধাত্মা হয়ে গেলে ফের কিছু করার দরকার নেই। শুদ্ধাত্মা তো অক্রিয়। 'আমরা ক্রিয়া করি, এ আমি করেছি' ও ভ্রান্তি। 'আপনি' তো জ্ঞাতা-দ্রষ্টা, পরমানন্দী আর চন্দুভাই 'জ্ঞেয়' আর চালক 'ব্যবস্থিত শক্তি' চালায়। ভগবান চালায় না, আপনি নিজেও চালান না। আমরা চালানোর লাগাম ছেড়ে দিতে হবে আর কিভাবে চলছে, 'চন্দুভাই' কি করছে, সেটাই 'দেখতে' হবে। এই 'চন্দুভাই', ও আমাদের গত অবতারের (পূর্বজন্ম) কর্মফল । ও আমরা ফল দেখতে হবে যে কর্ম কি হয়েছে, কর্ম কত আছে আর কর্মফল কি আছে ? সেই কর্ম চেতনা ও 'তোমার' নয় আর কর্মফল চেতনা ওটাও তোমার নয়। আপনি তো জ্ঞাতা-দ্রষ্টা।

জীবনে ঐচ্ছিক কি ?

প্রশ্নকর্তা : আপ্তবাণীতে আবশ্যিক (কম্পালসরি) আর ঐচ্ছিক-এর কথা পড়েছি। আবশ্যিক তো বুঝতে পারছি কিন্তু ঐচ্ছিক কি জিনিস, সেটা বুঝতে পারছি না।

দাদাশ্রী : ঐচ্ছিক কিছু হয়ই না। ঐচ্ছিক তো যখন "পুরুষ' হয়, তখন ঐচ্ছিক হয়। যখন পর্যন্ত পুরুষ হয় নি, সেখান পর্যন্ত ঐচ্ছিক-ই হয় না।

আপনি পুরুষ হয়েছেন ?

প্রশ্নকর্তা : এই আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছি না ।

দাদাশ্রী : আপনাকে কে চালায় ? আপনার প্রকৃতি আপনাকে চালায় । সেজন্য আপনি পুরুষ হন নি । প্রকৃতি আর পুরুষ, দুইই আলাদা হয়ে যায়, ফের এই প্রকৃত আমাদের আবশ্যিক আর পুরুষ ঐচ্ছিক । যখন তুমি পুরুষ হয়ে গেছ, তো ঐচ্ছিকে এসে গেছ, কিন্তু প্রকৃতি ভাগ আবশ্যিক থাকবে । খিদে পাবে, পিপাসা লাগবে, ঠান্ডা লাগবে, কিন্তু স্বয়ং ঐচ্ছিক থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা : এখানে সৎসঙ্গে আছি, এ আবশ্যিক না ঐচ্ছিক ?

দাদাশ্রী : ও হয় তো আবশ্যিক, কিন্তু ঐচ্ছিকের আবশ্যিক । যে পুরুষ (আত্মা) হয় নি সে ঐচ্ছিকের আবশ্যিকের মধ্যে আসে নি । তার তো আবশ্যিক-ই হয় ।

এই ওয়ার্ল্ড তো কি হয় ? আবশ্যিক । আপনার জন্ম হয়েছে সেটাও আবশ্যিক । আপনি সারা জীবনে যা কিছু করেছেন, সে ও সব আবশ্যিক করেছেন । আপনি বিয়ে করেছেন, সে ও আবশ্যিক করেছেন ।

আবশ্যিক কে দুনিয়া কি বলে ? ঐচ্ছিক বলে । ঐচ্ছিক হলে কেউ মরতোই না । কিন্তু মরতে তো হয় । যা ভাল হয়, সে ও আবশ্যিক আর খারাপ হয় সে ও আবশ্যিক । কিন্তু তার পিছনে আমাদের ভাব কি আছে, সে ই তোমার ঐচ্ছিক । আপনি কি হেতুতে করেছেন, সে ই তোমার ঐচ্ছিক । ভগবান তো সেটাই দেখে যে তোমার হেতু কি ছিল । বুঝেছেন তো ?

সব লোকেরা নিয়তি বলে যে যা হবার সেটা হবে, না হবার সে হবে না । কিন্তু একলা নিয়তি কিছু করতে পারে না । ও প্রত্যেক জিনিস একত্র হয়ে যায়, সাইন্টিফিক সারকাম্স্টেনশিয়েল এভিডেন্স একত্র হয়ে যায় তো সব কিছু হয়, পার্লিয়ামেন্টরী পদ্ধতিতে হয় ।

আপনি এখানে এসেছেন তো আপনার মনে এমন হয় যে এখানে এসেছি সেটা খুব ভাল হয়েছে আর অন্য এক জনের মনে এমন হয় যে এখানে না আসলেই ভাল হত । ও দুটো পুরুষার্থ আলাদা । তোমার ভিতরে যে হেতু আছে,

যে ভাব আছে, সে ই পুরুষার্থ। এখানে এসেছেন ও সব আবশ্যিক , প্রারব্ধ আর প্রারব্ধ তো অন্যের হাতে, তোমার হাতে নেই।

আপনি যা করতে পারেন, আপনার যা কিছু করার শক্তি আছে কিন্তু আপনার ধারণা নেই আর যেখানে না করার, যা পরসত্তাতে আছে, সেখানে আপনি হাত দেন। সৃজন শক্তি আপনার হাতে আছে আর বিসর্জন শক্তি আপনার হাতে নেই। যে সৃজন আপনি করেছেন, তার বিসর্জন আপনার হাতে নেই। এই পুরো লাইফে বিসর্জনই হয়ে যাচ্ছে মাত্র। তাতে সৃজন ও হচ্ছে, ও চোখে দেখা যায় না এমন।

প্রারব্ধ-পুরুষার্থের ডিমার্কেশন !

ভগবান কিছু দেন না। তুমি যা কর, তার ফল তোমাকে মেলে। তুমি ভাল কাজ কর তো ভাল ফল মিলবে আর খারাপ কাজ কর তো খারাপ ফল মিলবে। তুমি এই ভাইকে গাল দাও তো সে ও তোমাকে গাল দেবে আর তুমি গাল না দাও তো তোমাকে কেউ গাল দেবে না।

প্রশ্নকর্তা : আমি কাউকে গাল দিই না, তবুও আমাকে গাল দেয়, এমন কেন ?

দাদাশ্রী : এই জন্মের নথির হিসাব মনে হচ্ছে না, তো আগেকার জন্মের নথির হিসাব থাকে। কিন্তু আপনাকেই গাল কেন দিয়েছে ?

প্রশ্নকর্তা : সে এমন পরিস্থিতি হয়, এমন বুঝতে হবে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ ,পরিস্থিতি ! আমি তাকে সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন-শিয়েল এভিডেন্স বলি। পরিস্থিতিই এমন এসে যায় তো তাতে কোন খারাপ ধরে নেওয়ার দরকার নেই। সত্যি কথা কি ? কোন লোক কাউকে গাল দেয়ই না। পরিস্থিতিই গাল দেয়। অন্লি সাইন্টিফিক সারকাম্স্টেনশিয়েল এভিডেন্স-ই গাল দেয়। পকেট কেউ কাটেই না, পরিস্থিতিই পকেট কাটে। কিন্তু মানুষের পরিস্থিতির খেয়াল থাকে না। আমি অন্য কথা বলে দেব ?

কেউ একজন তোমার পকেট কেটে নেয় আর দুই'শ টাকা নিয়ে যায়। তো তোমার, দুনিয়ার লোকের এমন মনে হবে যে এই খারাপ লোকটা আমার পকেট কেটে নিয়েছে, সে দোষীই। কিন্তু সেটা সত্য কথা নয়। সত্যি কথা এই যে তোমার দুই'শ টাকা যাবার জন্য তৈয়ার হয়েছে, কারণ সেই টাকা খারাপ ছিল। তো তার জন্য সে লোক নিমিত্ত মাত্র হয়ে গেছে। ও নিমিত্ত, তো আপনি ওকে আশীর্বাদ দেবেন যে তুমি আমাকে এই কর্ম থেকে ছাড়ালে। কেউ গাল দেয় তখন ও সে নিমিত্ত। তোমাকে কর্ম থেকে ছাড়ায়। আপনি তাকে আশীর্বাদ দেওয়া উচিৎ। কেউ পঞ্চাশ গাল দেয় কিন্তু ও একান্ন হয়ে যাবে না। পঞ্চাশ হয়ে গেছে ফের আপনি বলেন যে ভাই আমাকে আরো গাল দাও, তো সে দেবে না। এই আমার কথা বুঝতে পেরেছ ? এই ওয়ান সেন্টেন্সে সব পাজল সল্‌ভ হয়ে যায়। কেউ গাল দেয়, পাথর মারে তখন ও সে নিমিত্ত আর দায়িত্ব তোমার। কারণ তুমি প্রথমে করেছিলে, তার আজ ফল মিলেছে।

যে আগে ভাবনা করেছিলে, আজ এ তার ফল। তো ফলে আপনি কি করতে পারেন ? রিজাল্টে আপনি কিছু করতে পারেন ? আপনি বিয়ে করেন তো সেই সময় টেন্ডার বের করেছিলেন যে স্ত্রী চাই ? না, ও তো আগেই ভাবনা করে ফেলেছিলে। সব তৈয়ার হচ্ছে, ফের রিজাল্ট আসবে। তো স্ত্রী মিলেছে, ও রিজাল্ট। পরে তুমি বলবে যে এই স্ত্রী আমার পছন্দ নয়। আরে ভাই, এ তো তোমারই রিজাল্ট। ফের তোমার পছন্দ নয়, এমন কি করে বলছো ? পরীক্ষার রিজাল্টে নাপাস হয়ে গেলে, ফের এতে পছন্দ-নাপছন্দ করার কি দরকার ?

প্রশ্নকর্তা : তো ফের পুরুষার্থ যে হয়, ও সব কি ?

দাদাশ্রী : সঠিক পুরুষার্থ তো পুরুষ হলে তার পরে হয়। প্রকৃতি রিলেটিভ, পুরুষ রিয়েল। পুরুষ আর প্রকৃতির ডিমার্কেশন লাইন হয়ে যায় যে এ প্রকৃতি আর এ পুরুষ, ফের সঠিক পুরুষার্থ হয়। সেখান পর্যন্ত পুরুষার্থ নেই। সেখান পর্যন্ত ভ্রান্ত পুরুষার্থ আছে। ও কিভাবে হয় যে আপনি হাজার টাকা দান দেন আর আপনি অহংকার করবেন যে 'আমি হাজার টাকা দানে দিয়েছি', ফের এটাই পুরুষার্থ। 'আমি দিয়েছি' বলে, তাকে ভ্রান্ত পুরুষার্থ বলা হয়। আপনি কাউকে গাল দেন আর আপনি পশ্চাতাপ করেন যে 'এমন করা

উচিৎ নয়' তো সে ও ভ্রান্ত পুরুষার্থ হয়ে যায়। আপনার ঠিক মনে হয়, এমন শুভ হয় তো তাতে বলবে যে, 'আমি করেছি' তো ভ্রান্ত পুরুষার্থ হয় আর যখন অশুভ হয়, তাতে মৌন থাক আর পশ্চাতাপ কর তাতে ও পুরুষার্থ হয়। 'আমি করেছি' এমন জ্ঞান নেওয়ার পর সহজ রূপে বলে তো ইগোইজম করে না, ও তো আগামী মোক্ষের জন্য রিয়েল পুরুষার্থ করে। কিন্তু ইগোইজম নর্মেলিটীতে রাখতে হবে। এভব নর্মাল ইগোইজম ইজ পইজন এন্ড বিলো নর্মাল ইগোইজম ইজ পয়জন, ও পুরুষার্থ হতে পারে না।

আমাকে বড়-বড় সাহিত্যকার লোকেরা জিজ্ঞাসা করে যে, 'দাদা ভগবানের আসীম জয় জয়কার হোক' বলে, তো আপনার কিছু হয় না? তো আমি কি বলি যে আমার কি দরকার আছে? আমার ভিতরে এত সুখ আছে তো এর কি দরকার? এ তো তোমার ফায়দার জন্য বলবে। আমি তো সমস্ত জগতের শিষ্য আর লঘুতম। বাই রিলেটিভ ভিউ পয়েন্ট, আমি লঘুতম আর বাই রিয়েল ভিউ পয়েন্ট, আমি গুরুতম! এই বাইরে সব লোকেরা আছে, ওরা রিলেটিভে গুরুতম হতে যায়। কিন্তু রিলেটিভে গুরুতম হবে না। রিলেটিভে লঘুতম হতে হবে, তো রিয়েলে অটোমেটিক গুরুতম পদ মিলে যাবে।

ভগবানের ভক্তি করে, সে ও প্রারব্ধ। প্রত্যেক জিনিস প্রারব্ধ ই আর বিনা পুরুষার্থে প্রারব্ধ হতে পারে না। পুরুষার্থ বীজ স্বরূপ আর তার যে বৃক্ষ হয়, সে সব প্রারব্ধ। পয়সা মেলে, সে ও প্রারব্ধ কিন্তু পয়সা দানে দেবার ভাবনা আছে, ও পুরুষার্থ। আপনি ভগবানের ভক্তি করার জন্য বসেছেন আর বাইরে কোন মানুষ আপনাকে ডাকতে আসে। তো আপনার মনে ভক্তি শীঘ্র পুরো করে ফেলার বিচার হয়ে যায়। তো শীঘ্র পুরো করার বিচার ও পুরুষার্থ আর ভক্তি করেছেন সে সব প্রারব্ধ। আমাদের ভিতরে যে ভাব হয়, সেটাই পুরুষার্থ। এই মন, বুদ্ধি, শরীর সব একত্র হয়ে যা হয়, ও সব প্রারব্ধ। এই লাইন অফ ডিমার্কেশন প্রারব্ধ আর পুরুষার্থের মধ্যে আছে, সেটা আপনি বুঝে গেছেন তো?!

দেরি করে ওঠে, ও প্রারব্ধ কিন্তু ভগবানের ভক্তি করার ভাব করেছিলে, ও পুরুষার্থ। কেউ তাড়া-তাড়ি ওঠে, সেটা ও প্রারব্ধ। কেউ তোমার উপরে উপকার করেছে কিন্তু তার কোন কষ্ট আসে তো তুমি সাহায্য কর সে প্রারব্ধ,

কিন্তু তুমি বিচার করলে যে 'ওকে সাহায্য করার দরকার নেই', তো ও তুমি পুরুষার্থ ভুল করে ফেলেছ। ভাব কে খারাপ করবে না। ভাব ও তো পুরুষার্থ। কেউ আপনাকে পয়সা দিয়েছে, তো পয়সা দেওয়া জনের ও প্রারব্ধ আর আপনার ও প্রারব্ধ। কিন্তু আপনি বিচার করেন যে 'পয়সা না দিই তো কি করে নেবে', তো ও উল্টা পুরুষার্থ হয়ে গেল। যদি তাকে পয়সা ফিরিয়ে দেবার ভাব হয়, তো সে ও পুরুষার্থ, সোজা পুরুষার্থ।

চুরি করে সেটাও প্রারব্ধ, কিন্তু পশ্চাতাপ হয়ে যায়, তো ও পুরুষার্থ। চুরি করেছে ফের আনন্দ হয়ে যায় তো সে ও প্রারব্ধ, কিন্তু ভাব আছে যে 'এমন করতে হয় না ' তো ও পুরুষার্থ। চুরি করে কিন্তু প্রত্যেক বার বলে যে 'মরে যাব তবুও এমন চুরি করা উচিৎ না', তো ও পুরুষার্থ।

প্রশ্নকর্তা : গরিবের ঘরে গিয়ে সেবা করেছে, বিনামূল্যে ঔষধ দিয়েছে। স্বয়ং অধ্যাত্মিক চিন্তা করেছে, তবুও তার এমন শারীরিক ব্যথা হয়েছে, তাতে তার অনেক কষ্ট হয়। সেটা কি ? এ বুঝতে পারছি না।

দাদাশ্রী : আপনি যা দেখেছেন, সে অনেক ভাল-ভাল কাজ করেছে, তার ফল সামনের জন্মে মিলবে। এই জন্মে আগের জন্মের ফল মিলেছে।

প্রশ্নকর্তা : পরের কথা নয়, পরে কি মিলবে ? এখনই কেন নয় ? এখন খিদে পায়, তো এখন খাবে। এখন খাবে তো ওর সন্তোষ হবে।

দাদাশ্রী : এই দুঃখ আসে, ও পূর্ব জন্মের খারাপ কর্মের ফল। ভাল কাজ করে, সে ও পূর্ব জন্মের ভাল কর্মের ফল। কিন্তু এর থেকে সামনের জন্মের জন্য নতুন কর্ম বাঁধে। কর্মের অর্থ কি যে একটি ছেলে হোটেলেই খায়। আপনি বললেন যে হোটেলে খাবে না, সেই ছেলেটাও বোঝে যে এ ভুল হচ্ছে, তবুও রোজ গিয়ে খেয়ে আসে। কেন ? ও পূর্বের কর্মের ফল এসেছে আর এখন খাচ্ছে, এর ফল ওকে এখনই মিলে যাবে। ওর শরীরে অসুখ হয়ে যাবে আর এখানেই ফল মিলে যাবে। কিন্তু আন্তরিক কর্ম, ভাবকর্ম যে 'এ খেতে হয় না', তো তার ফল পরে পাবে। এমন দুই প্রকারের কর্ম আছে। স্থূল কর্ম, তার ফল এখানেই মিলে যায়। সূক্ষ্ম কর্ম, তার ফল পরের জন্মে মেলে।

প্রশ্নকর্তা : আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আপনি না মানেন তবুও নিয়মে তো থাকতে হবে কি না ? মানবে তবুও নিয়মে থাকতে হবে। এতে আপনার কিছু চলবে না ! কারো কিছু চলবে না। দ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ইজ এভার রেগুলার ! এই ওয়ার্ল্ড কোন দিন ভুল-চুকের হয় নি। এই ওয়ার্ল্ড এভার রেগুলার-ই আর আপনারই কর্মের ফল দেয়। তার রেগুলারিটীতে কোন হেরফের নেই। ও সব সময় ন্যায়ী থাকে। প্রকৃতি ন্যায়ী ই হয়। এই প্রকৃতি ন্যায়ের বাইরে কখনো যায় ই না।

প্রত্যেক ইফেক্টে কঁজেজ কার ?

দাদাশ্রী : এই শরীরে কত বছর থাকতে চাও ?

প্রশ্নকর্তা : যত দিন আমাদের এক্সপেক্টেশন আছে, ফুলফিলমেন্ট আছে, ও পুরা না হয়, তত দিন তো থাকবো কি না ?

দাদাশ্রী : ও হিসাব, ও তো পুরো হয়ে যায়। কিন্তু নতুন কি হয় ওর থেকে ?

প্রশ্নকর্তা : একটার পর একটা নতুন জিনিস তো আসতেই থাকে।

দাদাশ্রী : নতুন জিনিস ভাল আসা চাই না খারাপ ?

প্রশ্নকর্তা : ভালই আসা চাই।

দাদাশ্রী : তোমার পছন্দ হয় না এমন খারাপ এক্সপেক্টেশন করেছিলে, আগের জন্মে ?

প্রশ্নকর্তা : জানি না।

দাদাশ্রী : তোমার পছন্দ না এমন কখনো আসে ?

প্রশ্নকর্তা : আসে।

দাদাশ্রী : যা তোমার পছন্দ হয় না ও কেন আসে ? কেউ জবরদস্তী করেছে ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : তো ফের কার ? তোমার নিজের না অন্য কারো ?

প্রশ্নকর্তা : এক্সপেক্টেশন যা আছে, ও তো আমাদের নিজের-ই থাকে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু এই খারাপ তো পছন্দ হয় না তো ? যা কিছু হয়, ও নিজের এক্সপেক্টেশন, তো খারাপ কেন পছন্দ হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : নিজের যে এক্সপেক্টেশন আছে, ও তো আমরা চাই যে ভালই থাকতে হবে, কিন্তু এমন হয় না তো ?

দাদাশ্রী : কেন ? তাতে তুমি 'নিজে' নেই ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : তো ফের বদল কেন কর না ? যেখানে সিগ্নেচার করে, ও সব বুঝে আসে। তো যে সিগ্নেচার করেছ, সেই হিসাবে এক্সপেক্টেশন আসে। ফের এখন কেন ভুল বের করছিস ? এখন কেন ভুল মনে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : না, ভুল লাগে না। কিছু এক্সপেক্টেশন এমন হয় যে আমাদের দিক থেকে পুরা করা যায় না।

দাদাশ্রী : তোমার তো এক্সপেক্টেশন আছে, ও পুরা হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : এক্সপেক্টেশন দুই প্রকারের হয়। আগের যে এক্সপেক্টশন আছে, ও পুরা হয়ে যাবে আর নতুন এক্সপেক্টেশন আছে, ও এখন পুরা হবে না। যা নতুন আছে, ও পুরা হবার নয়। ও পরের জন্মে আসবে। যা পুরানো আছে, ও এখানে পুরা হয়। পুরানো এক্সপেক্টেশন আছে, ও ইফেক্টের রূপে আছে, যার কঁজেজ আগের জন্মে করেছিলে। এই জন্মে তার ইফেক্ট এসে

গেছে, ইফেক্টে কিছু বদলানো যায় না। এখন ভিতরে কঁজেজ হচ্ছে, তার পরের জন্মে ইফেক্ট আসবে। তো কঁজেজ ভাল করবে।

বন্ধুকে তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতে দেখেন তো আপনি ভাবলেন যে, 'বিয়ে করতেই হয় না।' তো আগামী জন্মে আপনার বিয়ে হবে না। এমন কঁজেজ করবে না। যেমন দেখেছ, তেমন কঁজেজ করবে না। যা ভাল, তার কঁজেজ করবে।

ভাল কঁজেজ কেমন হওয়া উচিৎ, তার সন্ধান কর। আমার এই ভৌতিক সুখ চাই, তো কি কঁজেজ করতে হবে ? তার জন্য আমি কঁজেজ বলবো যে এমন কঁজেজ করবে যে মন-বচন-কায়া দ্বারা কোন জীবকে মারবে না, দুঃখ দেবে না। ফের আপনার সুখই মিলবে। এমন কঁজেজ চাই।

তোমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব ইফেক্ট। এর থেকে কঁজেজ হচ্ছে এখন।

প্রশ্নকর্তা : এই পুনর্জন্মের কোন অন্ত আছে কি ?

দাদাশ্রী : ও অন্ত তো হয়। কঁজেজ বন্ধ হয়ে যায়, ফের অন্ত হয়ে যায়। যখন পর্যন্ত কঁজেজ চালু আছে, সেখান পর্যন্ত অন্ত হতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা : কঁজেজ বন্ধ হয়ে যেতে হবে এমন বলেছেন তো ভাল কঁজেজ আর খারাপ কঁজেজ, দুটোই বন্ধ হতে হবে কি ?

দাদাশ্রী : দুটোই বন্ধ করবে। কঁজেজ হয় ইগোইজম থেকে আর ইফেক্টস থেকে সংসার চলে। ইগোইজম চলে যায় তো কঁজেজ বন্ধ হয়ে যাবে, তো সংসার ও বন্ধ হয়ে যাবে। ফের পারমানেন্ট, সনাতন সুখ মিলে যায়। এখন যে সুখ মিলছে, ও কল্পিত সুখ, আরোপিত সুখ আর দুঃখ ও আরোপিত। সত্যি দুঃখ ও নয়, সত্যি সুখ ও নয়।

'সূক্ষ্ম শরীর' কি হয় ?

প্রশ্নকর্তা : এই পুনর্জন্ম সূক্ষ্ম শরীর নেয় কি ? স্থুল শরীর তো এখানেই থেকে যায় কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, যে ফিজিকেল বডি আছে, ও এখানেই থেকে যায় আর সূক্ষ্ম শরীর সাথে যায়। যে পর্যন্ত উইকনেস যায় নি, রাগ-দ্বেষ যায় নি, সে পর্যন্ত পুনর্জন্ম আছে।

প্রশ্নকর্তা : এই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকারকেই সূক্ষ্ম শরীর বলে কি ?

দাদাশ্রী : না, ও সূক্ষ্ম শরীর নয়। সূক্ষ্ম শরীর তো ইলেক্ট্রিকেল বডিকে বলে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার – ও তো অন্তঃকরণ। ইলেক্ট্রিকেল বডি প্রত্যেক দেহতে হয়, বৃক্ষে, পশুতে, সবেতে হয়। যে খাবার খায়, তার হজম হয়, ও ইলেক্ট্রিকেল বডির জন্য হয়। মৃত্যুর সময় আত্মার সাথে কঁজল বডি আর ইলেক্ট্রিকেল বডি যায়। দ্বিতীয় জন্মে কঁজল বডি সে ই ইফেক্টিভ বডি হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : কঁজল বডির কারণ আত্মাই হয় তো ?

দাদাশ্রী : না, কঁজল বডির কারণ অজ্ঞানতা।

প্রশ্নকর্তা : এই ইলেক্ট্রিকাল বডি কি, ও আবার একটু বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : এই খাবার খায়, ও ইলেক্ট্রিকেল বডির জন্য হজম হয়, ওর থেকে ব্লাড হয়, ইউরিন হয়ে যায়, এই সেপারেশন তার জন্য হয়, এই চুল হয়, নখ হয়, এই সব ইলেক্ট্রিকেল বডি থেকে হয়। এতে ভগবান কিছু করেন না।

এই ইলেক্ট্রিকেল বডি যে পিছনে মেরুদন্ড আছে, তার থেকে তিন নাড়ী বেড় হয়। ইডা, পিঙ্গলা আর সুষুমণ। এর দ্বারা ইলেক্ট্রিসিটি পুরো শরীরে যায়। এই ক্রোধ ও ওর থেকে হয়। এই ইলেক্ট্রিকেল বডি জীবমাত্রে কমন হয়। ইলেক্ট্রিকেল বডি কখন পর্যন্ত থাকে ? যে পর্যন্ত মোক্ষ না হয়, সে পর্যন্ত। ইলেক্ট্রিকেল বডির জন্য চোখে দেখতে পায়। বডির মেগ্নেটিক

ইফেক্ট, সে ও ইলেক্ট্রিকেল বডির জন্য। আপনার বিচার হয় না, তবুও আকর্ষণ হয়ে যায় না ? এমন এক্সপিরিয়েন্স আপনার জীবনে কখনো হয়েছে কি না ? এক বার বা দুই বার হয়েছে কি ? এ মেগ্নেটিক ইফেক্ট আর আরোপ করে যে'আমার এমন হয়ে যায়।' 'আরে ভাই, তোর বিচারে তো ছিল না, ফের কেন নিজের মাথায় নিচ্ছিস।

শরীরের যে আভা, যে তেজ হয়, ও চার প্রকারে প্রাপ্ত হয়, ১) কোন খুব বড় ধনবান হয় আর সুখ-শান্তিতে পড়ে থাকে তো তেজ আসে, ও লক্ষ্মীর আভা। ২) যে কেউ ধর্ম করে তো তার আত্মার প্রভাব পড়ে, ও ধর্মের আভা। ৩) কেউ অনেক পড়া-শোনা করে, রিলেটিভ বিদ্যা প্রাপ্ত করে, তার তেজ আসে, ও পান্ডিত্যর আভা। ৪) ব্রহ্মচর্যের তেজ আসে, ও ব্রহ্মচর্যের আভা। এই চার আভা সূক্ষ্ম শরীর থেকে আসে।

প্রশ্নকর্তা : এই ইলেক্ট্রিকেল বডির সঞ্চালন 'ব্যবস্থিত শক্তি' করে কি ?

দাদাশ্রী : এর সঞ্চালন আর ব্যবস্থিত শক্তির কোন সম্পর্ক নেই। ইলেক্ট্রিকেল বডি তার স্বভাবেই আছে। একেবারে স্বতন্ত্র। কারো অধীনে নেই।

ইন্ডেন্ট করেছে কে ? জেনেছে কে ?

দাদাশ্রী : এই খাবার খায় তার ইন্ডেন্ট (চাহিদা পত্র) কে দেয় ? এই ইন্ডেন্ট কে ভরে ? এই ইন্ডেন্ট কার ? তুমি নিজে আছ এতে ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো জানি না।

দাদাশ্রী : সেই ইন্ডেন্ট বডি করে। এই বডির পরমাণু আছে, সে ইন্ডেন্ট করে। এতে মনের কোন দরকার নেই। মনের কখন দরকার পরে ? মনের এভিডেন্স কখন হয়, যখন টেস্টের জন্য টক-মিষ্টি চাই, তখন ও মনের জন্য চাই আর আউট অফ টেস্ট হয়, তখন বডির দরকার। যা টেস্টের, ও মনের ইন্ডেন্ট আর যা ডিটেস্টেড, ও বডির ইন্ডেন্ট। এতে আত্মার ইন্ডেন্ট নেই।

এই জল খায়, ও কার চাই ? সে ও বডির ইন্ডেন্ট। আর যে অন্য কিছু খায়, কোল্ড ড্রিঙ্ক খায়, ও কার ইন্ডেন্ট ? ওতে মন আর বডি দুইর-ই ইন্ডেন্ট থাকে।

তো ইন্ডেন্ট কার, ও জানতে পারা যায় তো ফের সে সবের মনিব কে, সেটা জানতে পারা যায়। এই সব যে জানে, সে নিজেই ভগবান। সবাই বলে 'আমি খেয়েছি'। ও ভুল কথা।

ঘুমিয়ে নেয় ও কার ইন্ডেন্ট ?

প্রশ্নকর্তা : শরীরের।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, শরীরের। কিন্তু এত সব, সমস্ত ইনডেন্ট শরীরের নয়। যেটুকু সময় সম্পূর্ণ ঘুম আসে, সাঁচ্চা ঘুম – গাঢ় নিদ্রা আসে, এতটুকুই ইন্ডেন্ট বডির। অন্য ঘুম আছে তো, ও সব মাইন্ডের। যাকে আয়েশ-আরামের বলে। বডির পিয়্যোর ঘুম চাই, আয়েশ-আরাম চাই না। আয়েশ-আরাম মনের চাই।

এই শোনে কে ? মাইন্ড শোনে কি ? এ কার ইন্ডেন্ট ?

প্রশ্নকর্তা : এমনি তো বলা হয়, কান শোনে।

দাদাশ্রী : না, কিন্তু ইন্ডেন্ট কার ? শোনার ইচ্ছা কার ?

প্রশ্নকর্তা : মনের।

দাদাশ্রী : ও ইগোইজমের ইচ্ছা। যত ফোন আসে ও সব ইগোইজম নিয়ে নেয়। মনকে ধরতে দেয় না। ও মহাজন এমন যে অন্য কাউকে হাত লাগাতে দেয় না। 'চুপ, তুমি বসে থাক, আমি ধরবো', এমন ই করে।

প্রশ্নকর্তা : তো চোখের ইন্ডেন্ট কে করে ?

দাদাশ্রী : চোখের ইন্ডেন্টে মনের, অহংকারের আর চোখের আলাদা আলাদা সময়ে আলাদা আলাদা ইন্ডেন্ট থাকে। কিন্তু কানের ইন্ডেন্ট বিশেষ করে অহংকারের অভ্যাস।

এই ভিতরে সব সাইন্স চলতে থাকে, এতে সব দেখতে হবে, জানতে হবে। এই ভিতরের লেবোরেটরীতে যে প্রয়োগ চলছে, এত সব প্রয়োগ কে সম্পূর্ণ জেনে নিলে, সে স্বয়ং ভগবান হয়ে যাবেন। সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রয়োগ নয়, এই টুকু প্রয়োগে বিশ্বের সব প্রয়োগ এসে যায় আর এতে যেমন প্রয়োগ আছে, তেমন সব জীবের ভিতরে প্রয়োগ হয়। এক আমাদের নিজের জেনে নেওয়া তো সবার জেনে নেওয়া আর সবার যে জানে সে ই ভগবান।

ভগবান খাবার ও কখনো খান না, ঘুম ও কখনো হয় না। এই সবই তো বিষয়, সে কোন বিষয়ের ভোক্তা ভগবান নয়। বিষয়ের ভোক্তা ভগবান হয়ে যায় তো ভগবান কে মরতে হবে। এই মরণ কে আনে ? বিষয়-ই আনে। বিষয় না হয়, তো মরতে ও হয় না।

এই বডিতে সব কিছুই সাইন্স। লোকেরা বডিতে সন্ধান করে না আর বাইরে উপরে চাঁদের দিকে দেখতে যায়। ওখানে থাকবো আর সোসাইটি বানিয়ে নেবো আর ওখানে বিয়ে করে নেবো। এমন লোক আছে !

রিয়েলী স্পিকিং মানুষ খায়-ই না। তোমার ডিনারে খাবার কোথা থেকে আসে ? হোটেল থেকে আসে ? এই খাবার কোথা থেকে এসেছে, তার খোঁজ তো করতেই হবে কি না ?! তখন আপনি বলেন, বৌ দিয়েছে। কিন্তু বৌ কোথা থেকে এনেছে ? বৌ বলবে 'আমি তো দোকান থেকে এনেছি।' দোকানদার বলবে, 'আমি তো কিষানের কাছ থেকে এনেছি।' কিষান কে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোথা থেকে এনেছ ?' তো সে বলবে, ক্ষেতে বীজ পুঁতে জন্মেছে।' এর অন্ত মিলবে এমন নয়। ইন্ডেন্টাররা ইন্ডেন্ট করে, সাপ্লায়ার সাপ্লাই করে। সাপ্লায়ার আপনি নন। আপনি তো দেখার যে, কি খেয়েছি আর কি খাই নি, ও সব জানার তুমি। তুমি বল যে, 'আমি খেয়েছি।' আরে, তুমি এই সব কোথা থেকে এনেছ ? এই চাল কোথা থেকে এনেছ ? এই সব তরকারি কোথা থেকে এনেছ ? তুমি বানিয়েছ ? তোমার বাগান তো নেই, ক্ষেত তো নেই, ফের কোথা থেকে আনলে ?! তো বলে, 'কিনে এনেছি।' তোমার পটেটো (আলু) খাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আজ কেন খেতে হয়েছে ? আজ তুমি অন্য তরকারি চাইছিলে কিন্তু আলুর তরকারি এসেছে, এমন হয় না ? তোমার ইচ্ছার অনুসারে সব কিছু খাবার আসে ? না ! ভিতরে যতটা চাই

ততটাই ভিতরে যায়, অন্য বেশী যায় না। ভিতরে যতটা চাই, যতটা ইন্ডেন্ট আছে, তার থেকে এক পরমাণু ও বেশী ভিতরে যায় না। ও বেশী খেয়ে ফেলে, পরে বলে যে, 'আজ তো আমি অনেক খেয়েছি।' ওটাও সে খায় না। এ তোভিতরে চায়, ততটাই খায়। খাবার খাওয়ার শক্তি নিজের হয়ে যায় তো ফের মরার জন্য থাকবেই না তো ?! কিন্তু ও তো মরে যায় কি না ?!

ভিতরের পরমাণু ইন্ডেন্ট করে আর বাইরে সব মিলে যায়। এই বেবীকে তো আপনি দুধ দিতে হবে আর খাবার দিতে হবে। বাকী সব নেচারেলী মিলে যায়। তেমনই তোমার সব চলে, কিন্তু তুমি ইগোইজম কর যে 'আমি করেছি।' তোমার আম খাওয়ার ইচ্ছা হল তো বাইরে থেকে আম এসে যাবে। যে গ্রামের চাইবে সেই গ্রামের ই এসে মিলবে।

লোকে কি করে যে ভিতরের ইচ্ছাকে বন্ধ করে, তো সব বিগড়ে যায়। সেইজন্য এই ভিতরে যে সাইন্স চলছে, তাকে দেখবে। এতে কোন কর্তা নেই। এসব সাইন্টিফিক, সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তই থাকে।

- জয় সচ্চিদানন্দ

নয় কলম

1. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কে কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না দিই, দুঃখ না দেওয়াই অথবা দুঃখ দেওয়ার প্রতি অনুমোদন না করি, এমন পরম শক্তি দিন।
   আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না পায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন

2. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন ধর্মের মান্যতাকে কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না করি, আঘাত না করাই অথবা আঘাত করার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন।
   আমাকে কোনো ধর্মের মান্যতার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না পৌঁছায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন।

3. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী উপদেশক, সাধু-সাধ্বী বা আচার্যের অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন।

4. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অভাব, তিরস্কার কখনও না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

5. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার সাথে কখনো কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা না বলার, না বলানোর বা বলার প্রতি অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।
   কেউ কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা বললে আমাকে মৃদু ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন।

6. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক, যে কোন লিঙ্গধারী হোক না কেন, তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও বিষয়-বিকার সম্বন্ধী দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার সম্বন্ধী দোষ না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।
   আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

7. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন প্রকার রসের প্রতি লুব্ধতা না হয় এমন শক্তি দিন। সমরসী আহার নেবার পরম শক্তি দিন।

8. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, জীবন্ত অথবা মৃত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

9. হে দাদা ভগবান! আমাকে জগৎ কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

(এই সমস্ত তোমাকে দাদা ভগবানের কাছে চাইতে হবে। এ শুধুমাত্র প্রতিদিন যন্ত্রবত পড়ার জিনিস নয়, হৃদয়ে রাখার জিনিস। এটা প্রতিদিন উপযোগপূর্বক ভাবনা করার জিনিস। এইটুকু পাঠে সমস্ত শাস্ত্রের সার এসে যায়।)

* * *

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলবে)

হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান। আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ। আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি।

অজ্ঞানতাবশে আমি যা যা *** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি। তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি। আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এমন দোষ না করি, এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব মিটে যায় আর অভেদভাব প্রাপ্ত হয়। আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি।

*** যে যে দোষ হয়েছে , সেসব মনে প্রকাশ করবে।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, দেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আজকের দিন পর্যন্ত যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি, পশ্চাতাপ করছি যে আবার এমন দোষ কখনো করবো না, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি। আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান করছি। হে দাদা ভগবান ! আমাকে এমন কোন দোষ না করার জন্য শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

* যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম।

** যে দোষ হয়েছে তা মনে করবে (তুমি শুদ্ধাত্মা আর যে দোষ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে, চন্দুলাল কে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে।)

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১১. সেবা-পরোপকার
১২. ভুগছে যে তার ভুল
১৩. মানব ধর্ম
১৪. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৫. দাদা ভগবান কে ?
১৬. প্রতিক্রমণ
১৭. জগত কর্তা কে ?
১৮. কর্মের সিদ্ধান্ত

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা : গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	:	৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	:	৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	:	৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	:	৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	:	৭২০০৭৪০০০০	পুনে	:	৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	:	৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	:	৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	:	৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	:	৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	:	৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	:	৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	:	৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	:	৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	:	৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	:	৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	:	৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	:	৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330-111-DADA (3232)

Kenya : +254 722 722 063

UAE : +971 557316937

Dubai :` +971 5013644530

Australia : +61 421127947

New Zealand : + 64 21 0376434

Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

কর্মের সিদ্ধান্ত

'আমি করেছি' বলে তো কর্ম বন্ধন হয়ে যায়। 'এ আমি করেছি', এতে 'ইগোইজম' (অহংকার) আছে আর ইগোইজম থেকে কর্ম বাঁধে। যেখানে ইগোইজম-ই নেই, 'আমি করেছি' এসব নেই, সেখানে কর্ম হয় না।

- দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

ISBN 978-81-949363-1-2

Printed in India

Price ₹25